বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>201 >>20 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০১ >> << ২০শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

বিজেপি নেতা হত্যার প্রতিবাদে বনধ, অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ

কলকাতা ঃ বিজেপির ডাকা পূর্ব মেদিনীপুর বনধ নিয়ে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ময়নাসহ নানা এলাকা।

বিজেপির স্থানীয় নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুইঞাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে খুন করার প্রতিবাদে ময়না সহ পূর্ব মেদিনীপুরে বনধের ডাক দিয়েছিলেন বিরোধীনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই বনধ নিয়ে সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল ময়না। বুধবার ময়না এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বিভিন্ন রাস্তা অবরোধ করা হয়ে, দোকানপাট বন্ধ করে দেয়া হয়, রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ দেখানো হয়, পুলিশের সঙ্গে বনধ সমর্থকারীদের ঝামেলাও চলতে থাকে। পুলিশ অনেক জায়গায় লাঠি চালিয়েছে। সাকল থেকে ময়নার তিন মাথার মোড় অবরোধ করে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। প্রচুর গাড়ি, বাস ও অন্য যানবাহন আটকা পড়ে যায়। পুলিশ সেই অবরোধ জোর করে তুলে দিতে যায়। তখন বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা সেখানে উপস্থিত হন, তার সঙ্গে পুলিশের ঝগড়া শুরু হয়। পুলিশের অনুরোধ না মেনে তিনিও সমর্থকদের সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়েন। পুলিশ বলে, এভাবে মানুষকে অসুবিধার মধ্যে

ফেলবেন না। দিন্দা বলেন, বিজেপি কর্মী যে খুন হলেন, সেটা তো দেখছেন না। পুলিসের বক্তব্য, বিষয়টি তারা দেখছেন। দিন্দা জানান, সে তো দেখাই যাচ্ছে। একজনকেও ধরা হলো না।

এরপর জেলা সদর থেকে পুলিশের আরো দল ময়না আসে। অনেক রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে দেয় পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়। অনেক জায়গায় লাঠি চালায় পুলিশ। বেলা ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরের একশটি জায়গায় রাস্তা অবরোধ করেন এবং টায়ার জ্বালান বিজেপি কর্মীরা। বেশ কিছু জায়গায় পুলিশ বনধ সমর্থকদের উপর লাঠি চালায়। ময়না বাজারের দরজাও বনধ সমর্থকরা বন্ধ করে দেয়। বিডিও অফিসারদের গেট বন্ধ করে দেয়। বিধায়কসহ কর্মীরা বাইকে করে বিভিন্ন সরকারি অফিসে গিয়ে তা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, জরুরি সব পরিষেবার গাড়ি তারা যেতে দিচ্ছেন। শান্তিপূর্ণভাবে বনধ পালন করছেন। তাহলে তাদের কেন জোর করে উঠিয়ে দেয়া হবে। বিজেপি নেতারা বলেছেন, দুই দিন কেটে যাওয়ার পরেও কেন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলো না? মৃত বিজয়কৃষ্ণের স্ত্রী লক্ষ্মী ভুইঞা থানায় ৩৪ জনের নামে অভিযোগ জানিয়েছেন। কারো বিরুদ্ধেই পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। লক্ষ্মী জানিয়েছেন, পুলিশের তদন্তে তার কোনো আস্থা নেই। তিনি সিবিআই তদন্ত চান। না হলে অপরাধীরা ধরা পড়বে না বলে তাঁর মত। কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আপাতত চার সপ্তাহ কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজয়কৃষ্ণের পরিবারকে সুরক্ষা দেবে।

কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিজয়কৃষ্ণের দেহে দ্বিতীয়বার ময়না তদন্ত হবে। এর জন্য কম্যান্ড হাসপাতাল বিশেষ দল গঠন করেছে। সেখানে রাজ্য সরকারের দুই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞও থাকতে পারবেন। পরিবারও চাইলে সেখানে থাকতে পারবে। তারপর পরিবারকে দেহ দেখিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে। সোমবারের মধ্যে রিপোর্ট হাইকোর্টকে দিতে হবে।

এর পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের তরফে আদালতকে জানানো হয়েছে, গুলিতেই বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে।

তৃণমূলের সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমেন মহাপাত্র দাবি করেছেন, বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। আর শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্য বিজেপি নেতাদের দাবি, তৃণমূলের গুণ্ডা ও কর্মীরা বিজয়কৃষ্ণকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। তারা বউ ও মেয়ের সামনে থেকে তারা বিজয়কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে যায়। ফলে তৃণমূল কোনোভাবে দায় এড়াতে পারে না।

গুপ্তচরবৃত্তির হুমকির অভিযোগে রুশ কূটনীতিকদের বহিষ্কারকে যথার্থ বলেছে জার্মানি

বার্লিন ঃ গত এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে দেশটিতে গোয়েন্দা সংস্থার উপস্থিতি কমাতে রাশিয়ার কূটনীতিকদের বহিষ্কার করে জার্মানি। সোমবার জার্মানি 'এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে এবং অন্যদিকে ক্রেমলিনওও পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, এসব লোকের কর্মকাণ্ড তাদের কূটনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়।

বার্লিন এর আগে কূটনীতিকদের প্রস্থানের কোনও যৌক্তিকতা দেখায়নি। এই পদক্ষেপের ফলে মস্কোতে প্রায় ২০ জন জার্মান দূতাবাসকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে, দূতাবাসের কর্মীরা সোমবার মস্কো ত্যাগ করেছেন। ইউক্রেনে সামরিক আক্রমণের আগে থেকেই রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক অংশীদার, তবে আক্রমণের পর জার্মানি মস্কো থেকে দূরে সরে গিয়ে, সংঘাতে অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় ভাবে কিয়েভকে সমর্থন করছে। জার্মান নিরাপত্তা পরিষেবাগুলির মতে, ইউক্রেনে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে জার্মানিতে রাশিয়ার গুপ্তচরবৃত্তি সাম্প্রতিক বছরগুলির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের বসন্ত নাগাদ জার্মানি নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ প্রায় ৪০ জন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে, যাদের বার্লিন তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করে। গত বছরের অক্টোবরে জার্মান সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সির প্রধান আর্নে শোয়েনবোহমকে বরখাস্ত করা হয়। রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন সাইবার সিকিউরিটি কনসালটেন্সির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলা হয় তার বিরুদ্ধে।

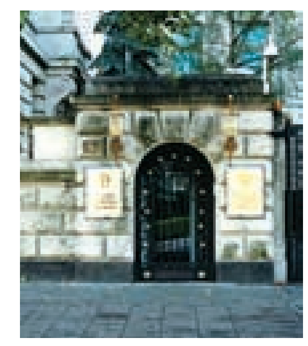

সংঘাতের পর অস্ত্রবিরতিতে রাজি ইসরায়েল, হামাস

ইসরায়েল ঃ ইসরায়েলের জেলে ৮৭ দিন অনশন করে মারা যান খাদের আদনান। তারপরই হামাস ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট ছোড়ে। ইসরায়েলের দাবি, ৩০টি রকেট ছোড়া হয়েছিল। ইসরায়েলের দাবি, ৩০টি রকেট ছোড়া হয়েছিল। হামাস ও ইসলামিক জেহাদ জানায়, এটা ছিল প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এরপর ইসরায়েল গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি যুদ্ধবিমান বোমা ফেলে। কামান থেকে গোলা ছোড়া হয়। এই পরিস্থিতিতে মিশর, কাতার ও জাতিসংঘের কর্মকর্তারা সক্রিয় হন। তারা দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, রাত সাড়ে তিনটে থেকে দুই পক্ষ অস্ত্রবিরতিতে রাজি হয়েছে। তার আগে হামাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ইসরায়েলি আগ্রাসন নিয়ে তারা মিশর, কাতার ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছেন। আদনান ওয়েস্ট ব্যাংকের জেনিন শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন রুটিওয়ালা ও নয় সন্তানের বাবা। গত আট বছরে তাকে ১২ বার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রায় প্রতিবারই প্রশাসনিক নির্দেশে তাকে আটক করা হয়। ছয় মাসের ব্যবধানে এভাবে ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তার করতে পারে ইসরায়েলি পুলিশপ্রশাসন। আদনান এর আগেও তিনবার অনশন করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এবার তিনি লাগাতার অনশন করছিলেন। ৮৭ দিন অনশন করার পর তিনি মারা যান। তারপরই এই সংঘাত তীব্র হয়। ইইউর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বরেল ইসরায়েলকে অনুরোধ করেন, তারা যেন একতরফা কোনো ব্যবস্থা না নেয়। তিনি ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ব্রাসেলসে দেখা করে আলোচনাও করেছেন।

বাজার দর
SENSEX : 61193.30 -161.41
NIFTY : 18089.85 -57.80

রাঁচি PARA UPDATE

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	31.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.17 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.13 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

ভারত, তুরস্ককে গুরুত্ব দিতে ইইউ, যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ

ওয়াশিংটন ঃ ভারত, তুরস্কসহ ছয়টি দেশের সঙ্গে আরো গুরুত্ব দিয়ে মিশতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছে ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংক ট্যাংক জার্মান মার্শাল ফান্ড।

বিশ্বমঞ্চে প্রভাব ধরে রাখতে চাইলে এই ছয় দেশের সঙ্গে আরও অর্থবহভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে বলে মনে করে সংস্থাটি। মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব মন্তব্য করেছে লিখেছে জার্মান মার্শাল ফান্ড। বাকি চার দেশ হচ্ছে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ছয় দেশকে 'সুইং স্টেট' বলছে সংস্থাটি। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে বিশ্ব কূটনীতিতে এই ছয় দেশের গুরুত্ব বেড়েছে বলে মনে করে জার্মান মার্শাল ফান্ড।

এই দেশগুলো তাদের নির্দিষ্ট আগ্রহ ও কৌশলগত বিশ্লেষণ অনুসারে প্রতিটি ইস্যু আলাদাভাবে ধরে সেই অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। যেমন, অন্যদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্রাজিল বাস্তবধর্মী কৌশল নিয়ে থাকে। চীন, ইইউ, রাশিয়া কিংবা যুক্তরাষ্ট্র কারও সঙ্গেই তারা এক্সক্লুসিভ বা একচেটিয়া সম্পর্কে যায় না।

ভারত প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, চীনের সঙ্গে সীমান্ত ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে দেশটি পশ্চিমের দিকে ঝুঁকছে। তবে কৌশলগত কারণে রাশিয়ার সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রাখছে ভারত। তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে নিতে পশ্চিমা বিশ্বকে 'আমরা নয়ত তারা' এমন মানসিকতা ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে জার্মান মার্শাল ফান্ড। এদিকে, ইন্দোনেশিয়া সবসময় বিশ্ব শক্তিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাই মার্কিন সহায়তা ছাড়াই দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করছে তারা। তুরস্ক ন্যাটোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ইইউর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু বিশ্বকে তারা 'পাঁচের চেয়েও বড়' হিসেবে দেখে। এখানে পাঁচ বলতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যকে বোঝানো হয়েছে। সৌদি আরব পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, নিরাপত্তা বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। আবার রাশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ওপেক সদস্য মনে করে দেশটি। আর চীন হচ্ছে তাদের মূল বাণিজ্যিক অংশীদার। পশ্চিমা বিশ্বকে এই ছয় দেশের এসব বিষয় বিবেচনায় নেয়ার পরামর্শ দিয়েছে জার্মান মার্শাল ফান্ড।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

বিশ্ব শ্রমিক সমাবেশ, ফ্রান্সে পেনশন নিয়ে ক্ষোভ

প্যারিস ঃ মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের দাবিতে সোমবার মে দিবস উপলক্ষে এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে রাস্তায় নেমে আসে মানুষ।বিশ্বব্যাপী কোভিড ১৯ লকডাউনের আগে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এরকমভাবে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তুরস্কের মতো পাকিস্তানও অভ্যন্তরীণভাবে মে দিবস উদযাপনে বাধ্য হয়। ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ মস্কোর বিভিন্ন কার্যক্রমকে ম্রিয়মান করে দিয়েছে। সেখানে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন মে দিবস উদযাপন একসময় বড় বিষয় ছিল। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন বলেছেন, ফ্রান্সজুড়ে প্রায় আট লাখ মানুষ মিছিল করেছে। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর গৃহীত অবসরের বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার সাম্প্রতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তারা একত্রিত হয়েছেন। আয়োজকরা পেনশন সংস্কারকে কঠোর সংগ্রামী শ্রমিকদের অধিকারের জন্য হুমকি হিসাবে দেখছেন। অন্যদিকে ম্যাক্রোঁ যুক্তি দিয়েছেন, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয়। প্যারিসে শুরুতে শান্তিপুর্ণ মিছিল থাকলেও পরে তা উগ্রপন্থিদের কারণে, বরাবরের বাস্তবতার মতো সহিংস হয়ে উঠে। মোলোতোভ ককটেলের আঘাতে প্যারিসের এক পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন এবং ফ্রান্সজুড়ে ১০৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে দারমানিন জানিয়েছেন। ফরাসি ইউনিয়নের সদস্যরা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করা দলগুলির সাথে যোগ দিয়েছে। তারা ম্যাক্রোঁর ব্যবসাপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উত্তর ম্যাসেডোনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়েতে হাজার হাজার ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য মন্ত্রীদের ৭৮ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সাম্প্রতিক সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্বাধীন টেলিভিশন স্টেশন সোজকু জানিয়েছে তুরস্কে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ইস্তাম্বুলের প্রধান চত্বর তাকসিমে পৌঁছাতে বাধা দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রায় এক ডজনকে আটক করে। ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভকারীরা সরকারের কাছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি আইন বাতিলের দাবি জানিয়েছে। তাদের যুক্তি হল 'এর ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোরই লাভ হবে শুধু। তাইওয়ানে, হাজার হাজার শ্রমিক স্বশাসিত দ্বীপের শ্রম নীতির অপ্রতুলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, যা ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন দলের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। স্পেন জুড়ে ৭০ টিরও বেশি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শক্তিশালী ইউনিয়নগুলি সতর্ক করেছে যে, যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড়ের তুলনায় কম বেতন মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে সামাজিক সংঘাত হবে।

উদ্বোধন বিশ্বায়নের তাগিদে বিশ্বের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি নিজস্ব শক্তির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে এসেছে

ইউরোপের নির্ভরতা কমাতে জার্মানিতে চিপ কারখানা

বার্লিন (এজেন্সী) ঃ জার্মানিতে নতুন চিপ কারখানা উদ্বোধন করতে গিয়ে ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট বহির্বিশ্বের উপর নির্ভরতা কমানোর উপর জোর দিয়েছেন। কাচামালের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে চায় ইইউ।

প্রথমে করোনা মহামারি, তারপর ইউক্রেন যুদ্ধ এবং তারপর তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে চীনের তর্জনগর্জন বিশ্বব্যাপী 'সাপ্লাই চেন' বা পণ্য এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের নিশ্চয়তাকে বড় প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ফলে ইউরোপ ও অ্যামেরিকা গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের উপর নির্ভরতা যতটা সম্ভব কমানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। বিশেষ করে নিজস্ব ভূখণ্ডে কম্পিউটারের চিপ তৈরির কৌশলগত সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ, আজকাল ফ্রিজ ও গাড়ি থেকে শুরু করে সামরিক সরঞ্জাম ‑ চিপ ছাড়া গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়া থমকে যেতে বাধ্য।

সেই নীতিরই আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপে চিপ তৈরির বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। 'ইউরোপিয়ান চিপ অ্যাক্ট' নামের আইনের মাধ্যমে সরকারি ভরতুকির সাহায্যে ইউরোপে সেমিকন্ডাক্টার উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। গত মাসে ইইউ পার্লামেন্ট ও সদস্য দেশগুলি সেই লক্ষ্যে ৪,৩০০ কোটি ইউরো অংকের সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেমিকন্ডাক্টার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ইইউ 'ক্রিটিকাল র মেটিরিয়াল অ্যাক্ট' নামের আইনও প্রণয়ন করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে চিপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সিলিকন ধাতুর প্রায় ৭৬ শতাংশই চীন থেকে আসে। এমন উদ্যোগের প্রথম সাফল্য জার্মানিতে দেখা যাচ্ছে। ইনফিনিয়ন কোম্পানি ৫০০ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করে একটি চিপ কারখানা খুলেছে। ফলে প্রায় এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থানও হচ্ছে। মঙ্গলবার জার্মানির পূর্বাঞ্চলে ড্রেসডেন শহরে কোম্পানির সেই কারখানা উদ্বোধন করলেন খোদ ইইউ কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন। তবে এমন সফল উদ্যোগের প্রশংসা করেও তিনি মনে করিয়ে দেন, যে ডিজিটাল জগতে নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ইউরোপ গর্ব করতে পারলেও এখনো অনেক কাজ বাকি। ফন ডেয়ার লাইয়েন বলেন, গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বায়নের তাগিদে বিশ্বের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলি নিজস্ব শক্তির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে এসেছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের বিপুল চাহিদা পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী চিপ উৎপাদন ২০ শতাংশ ইউরোপে সম্ভব করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করছে ইইউ। সে ক্ষেত্রে ইইউতে চিপ উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে।

২০২৬ সালে ড্রেসডেনের কারখানায় চিপ উৎপাদন শুরু হবার কথা। জার্মানিতে আরো কয়েকটি চিপ কারখানা তৈরির উদ্যোগ চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্ফস্পিড কোম্পানি সারল্যান্ড রাজ্যে ২৭৫ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করে একটি কারখানা তৈরি করছে। ইন্টেল কোম্পানিও মাগডেবুর্গ শহরে বিশাল এক কারখানা তৈরি করছে।

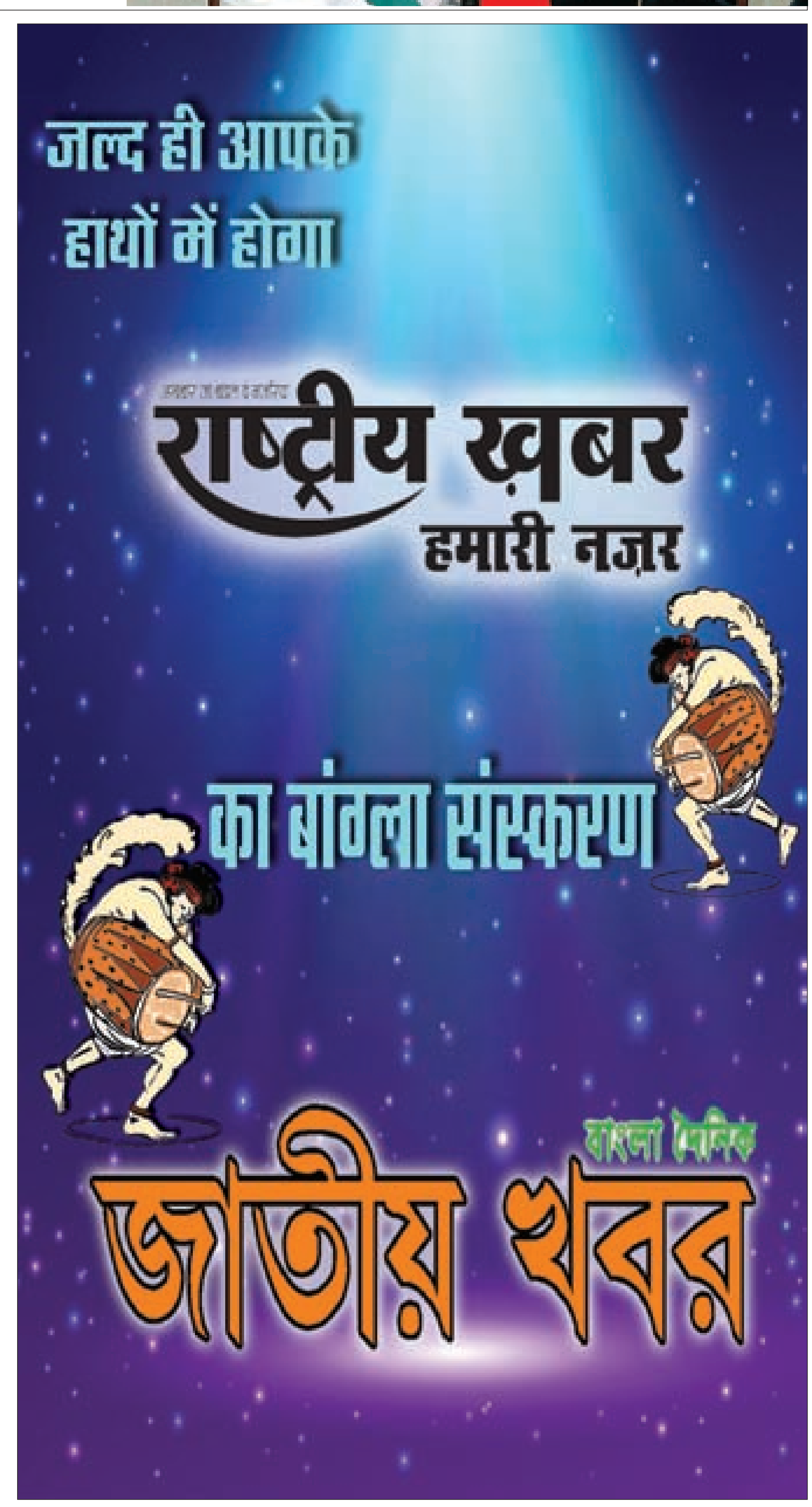

৮০টি উৎকৃষ্ট স্কুলের মধ্যে কোডারমা জেলার ৩টি স্কুল এই শ্রেণীতে

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন আদর্শ বিদ্যালয় যোজনার অধীনে পরিচালিত ৮০টি শ্রেষ্ঠ স্কুলের অনলাইন উদ্বোধন করেন। ৮০টি স্কুলের মধ্যে ৩টি স্কুল কোডারমা জেলার, এর মধ্যে রয়েছে সিডি গার্লস হাই স্কুল ঝুমরি তিলাইয়া, সিএম প্লাস ২ হাই স্কুল ডোমচাঁচ এবং কস্তুরবা গান্ধী হাই স্কুল জয়নগর। আদর্শ বিদ্যালয় যোজনার অধীনে পরিচালিত ৮০টি বিদ্যালয়ের অনলাইন উদ্বোধনের সরাসরি সম্প্রচারে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জন, জেলা পরিষদের সভাপতি রামধন যাদব, জেলা শিক্ষা অফিসার অলকা জয়সওয়াল এবং অন্যান্য আধিকারিক ও ছাত্র ছাত্রীরা। উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য অনলাইন আবেদনগুলি পূরণ করা হবে এবং সিবিএসই পাঠ্যক্রম অনুসারে, এনসিইআরটি পাঠ্যপুস্তকগুলি স্কুলে পড়া নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হবে। বিদ্যালয়ে, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান ও শিক্ষাদান এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কলা ও বিজ্ঞান, বাণিজ্য অনুষদের পাঠদানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাবের প্রাপ্যতা, বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণিতে স্মার্ট ক্লাস এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাপ্যতা। এছাড়াও, স্কুলে একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগার রয়েছে। জেলা পরিষদের সভাপতি রামধন যাদব, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অলকা জয়সওয়াল, গোপনীয় ইনচার্জ জয়পাল সোয়, জেলা তথ্য আধিকারিক সুভাষ যাদব, এডিপিও শিব মল্লিক, ইডিএম রাজদেব মাহাতো, এপিআরও। অনুষ্ঠানে প্রধানত উপস্থিত ছিলেন অবিনাশ কুমারসহ প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টা বনধে সাড়া পড়েছে আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার ঃ কালিয়াগঞ্জ কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টা বনধে সাড়া পড়েছে জটেশ্বরে। শুক্রবার সকাল থেকে পথে নেমে পড়েছেন বিজেপির বনধ সমর্থনকারীরা। এদিন ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে বনধ সমর্থনকারীরা রাস্তায় নেমে দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছেন। সকালে জটেশ্বর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিজেপির বনধ সমর্থনকারীরা বাস আটকানোর চেষ্টা করলে পুলিশ এসে বনধ সমর্থকদের সরিয়ে দেয়। গোটা জটেশ্বর জুড়ে পুলিশি টহলদারী চলছে। সকাল থেকে দু একটি সরকারি বাস চললেও দেখা মেলেনি কোনও বেসরকারি বাসের। এদিকে, জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় খোলা নিয়ে তৈরি হয় উত্তেজনা। বেশ কয়েক জনকে আটক করেছে পুলিশ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে প্রশাসন।

উত্তরবঙ্গ জুড়ে ১২ ঘণ্টার বনধ সফল করতে সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে পড়েছেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। বনধ সফল করার দাবিতে জেলায় জেলায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ অবরোধ করছে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। অন্যদিকে, বিজেপির বনধ ব্যর্থ করতে পাল্টা মিছিল করল তৃণমূল। শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায় বনধ ব্যর্থ করার দাবিতে এদিন মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি এলাকায় বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা সহ ২৫ জন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ ।ওপরদিকে আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশা এলাকায় কুমারগ্রাম বিজেপি বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাও সহ ১৫ জন বনধ সমর্থনকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের লিচু তলায় বন সমর্থক এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মীরা পিকেটিং করছিল ওপরদিকে বনধের বিরুদ্ধে তৃণমূলের মিছিল করছিল লিচুতলা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয় যদিও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ।

এদিন আলিপুরদুয়ার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা । লিচুতলা এলাকায় জন বারলা এসে জানান পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে।

বিজেপি ডাকা বনধের প্রভাব পড়েছে আলিপুরদুয়ারে । সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ,হ্যামিল্টণগঞ্জ,কালচিনি, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন এলাকায় পথে নেমেছ বিজেপি কর্মীরা।

আলিপুরদুয়ারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ডিপো বন্ধ করে দিয়েছে বনধ সমর্থনকারীরা।দোকান পাট খোলেনি।সরকারী বাসের পাশাপাশি বে সরকারী বাস পথে নামেনি।কালচিনি এলাকায় বিজেপি কর্মীরা সকাল থেকে পথে নেমেছে । সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। কালচিনির সমস্ত দোকানপাট বন্ধ।আলিপুরদুয়ার চৌপিথিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা।

বনধকে সমর্থন করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ধুন্ধুমার কান্ড শিলিগুড়ির হাশমি চকে

শিলিগুড়ি ঃ বনধকে সমর্থন করতে গিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড শিলিগুড়ির হাশমি চকে। একটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি বিধায়কেরা। তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে বনধকে সমর্থন করতে রাস্তায় নামেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সহ বিজেপি কর্মীরা। সেই সময় বল পূর্বক তারা যান চলাচল বন্ধ করার চেষ্ঠা করে। একটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালায় তারা। রাস্তায় বসে পড়ে পথ অবরোধ করার চেষ্টা করে। তখন পুলিশ তাদের বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে তারা। ঘটনা স্থল থেকে বিধায়ক আনন্দময় বর্মন কে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে পুলিশের গাড়ি আটকে দেয় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বেড়ে গেট পাত্রে সেই ব্যারিকেড উল্টে দেয় তারা। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকাতে। পরিস্থিতি মোতায়ন করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে দেখা যায়।

মালদার রথবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিজেপি কর্মীরা

মালদা ঃ উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে পুলিশের গুলিতে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে শুক্রবার ১২ ঘন্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তার প্রভাব সকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেল মালদা জেলায়। মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর বসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিজেপি কর্মীরা। একাধিক গাড়ি আটকে দেওয়া হয় বিজেপি কর্মীদের পক্ষ থেকে।

শুক্রবার সকাল থেকেই মালদা শহরের বুকে অন্যান্য দিনের মতো ভিড় লক্ষ্য করা গেলনা। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়। তবে রাস্তায় ছিল সরকারি বাস। শহরের রথবাড়ি সবজি মার্কেট সকাল থেকে খোলা থাকলেও বেলা বাড়তে বন্ধ হয়ে যায়। তবে সকাল থেকেই শহরের বিচিত্রা মার্কেট ছিল বন্ধ। এদিকে ১২ ঘণ্টার এই ধর্মঘট সফল করতে সকাল থেকেই ঝান্ডা হাতে নিয়ে পথে নামে মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর বসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা। তার পাশাপাশি ধর্মঘট উপেক্ষা করে চলাচল একাধিক যানবাহন আটকে দেওয়া হয়। তবে এই ধর্মঘট ঘিরে যে কোন রকমের অপীতিকর ঘটনা রুখতে মোতায়েন ছিল বিশাল ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ।।

দাবী আদায়ে রাতভর ধর্নায় বসলো বামপন্থী সরকারি কর্মচারীরা

জলপাইগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান,শূন্য পদে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরন সহ মোট ৯ দফা দাবীতে শুক্রবার বিকেল থেকে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিস মোড়ে মঞ্চ বেঁধে ধর্নায় বসলো বামপন্থী সরকারি কর্মচারী সমিতির যৌথ মঞ্চের সদস্যরা।এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক মনোজিৎ দাস, শিক্ষক নেতা বিপ্লব ঝাঁ, মৌসুমী বোস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার বিকাল পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে জানা গেছে।সাংগঠনিক দাবীদাওয়া নিয়ে বক্তব্যের পাশাপাশি রাতভর ধর্না মঞ্চে আবৃত্তি,নাটক, চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে চলে অভিনব প্রতিবাদ। যা দেখতে ভিড় জমে যায়।যৌথ মঞ্চের কনভেনার মনোজিৎ বলেন এই ধর্না, অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুধু মহার্ঘভাতার আন্দোলন নয়। অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল সমস্ত শূন্য পদে কর্মী নিযাগে সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই আন্দোলন।এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র ডিএর আন্দোলন বলে প্রচার করছেন যা একেবারে ঠিক নয়। তবে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ডিএ অত্যন্ত প্রযোজনীয় এটা সরকারি কর্মচারীদের হকের দাবি বলে জানান তিনি।

বিয়ে বাড়ির বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস ও ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

জলপাইগুড়ি ঃ বিয়ে বাড়ির বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস ও ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ।ঘটনায় আহত সাত।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে ১১ঃ৩০ নাগাদ, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ নং জলঢাকা সেতুর উপর।আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবস্থার অবনতি ঘটলে চারজনকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে রেফার করা হয় বলে ময়নাগুড়ি হাসপাতালের বি এম ওএইচ জানান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়ি এলাকায় একটি বিয়ে বাড়ির বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাস ও ছোট গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে।ছোট গাড়িটি রাণীহাট মোড় থেকে বের হয়ে উল্টো লেন দিয়ে ধূপগুড়ির দিকে আসছিল।সেই মুহূর্তেই ধূপগুড়ির দিক থেকে ময়নাগুড়ির দিকে যাওয়ার পথে একটি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।গাড়ি দুটি গতি এতটাই ছিল যার জেরে দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।বিকট শব্দে লোকজন ছুটে আসে।টোল পাজার অ্যাম্বুলেন্স সাতজন আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।আহতদের মধ্য বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের জলপাইগুড়ি স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনার আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।গাড়ি দুটি ক্রেনের সাহায্যে সেতু থেকে সরিয়ে যানজট মুক্ত করা হয়।জানা গিয়েছে ছোট গাড়ির সকলেই ধূপগুড়ি ব্লকের পাটকিদহ এলাকার বাসিন্দা।

জলপাইগুড়িতে প্রস্তুতি তুঙ্গে

জলপাইগুড়ি ঃ জনসংযোগ যাত্রার যায় পঞ্চম দিনে জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের পাহাড়পুর, পাণ্ডাপাড়া, দোমোহনি, ভোটপট্টি ও রাজগঞ্জ এলাকায় সভা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তাই সকাল থেকে সর্বত্রই সাজো সাজো রব চলছে।অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রা যতই এগোচ্ছে ততই যেন মানুষ আরও বেশি করে কাছে টেনে নিচ্ছেন তৃণমূলের যুবরাজকে। আদিবাসী নৃত্যের তালের পাশাপাশি শঙ্খ, উলুধ্বনি ও ঢাক বাজিয়ে স্বাগত জানানো হচ্ছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জজিকে। রাস্তায় অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মিশে যাচ্ছেন অভিষেক। তাকে দেখার জন্য রাস্তার দুদিকে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হচ্ছে। জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন অভিষেক। জনসংযোগ যাত্রার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি যেভাবে মিশে যাচ্ছেন, তাতে অভিভূত জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকার মানুষ। তাঁর জনসংযোগ যাত্রার মধ্য দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি ও মমতা ব্যানার্জি স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে বিভিন্ন এলাকা। জনতার মাঝে এসে বড়দের পা ছুঁয়ে যেমন প্রণাম করছেন অভিষেক, তেমনই ছোট ছোট শিশুদের কোলে তুলে নিচ্ছেন তিনি। গত কয়েকদিন ধরে ডুয়ার্সের রাস্তায় যেদিকে গিয়েছেন হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছেন অভিষেক

শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছুদিন ধরে চুরি হচ্ছিল একের পর এক পাইপ চুরির ঘটনা। এই ঘটনার কিনারা করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছুদিন ধরে চুরি হচ্ছিল একের পর এক পাইপ চুরির ঘটনা। এই ঘটনার কিনারা করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বাইকগুলি। গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে।গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকা ভক্তিনগর থানা, আশিগড় ফাঁড়ি, পানিট্যাংকি ফারি ,খালপাড়া ফাঁড়িএর বিভিন্ন এলাকা থেকে বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল। এই অভিযোগ জমা পড়ে শহরের বিভিন্ন থানায়। তারপরেই এই ঘটনার তদন্ত ে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং কয়েকটি থানার পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ দিন গঠন করা হয়। এই বিষয়টি তদন্ত করে দুদিনের মধ্যেই চুরি যাওয়া বাইক গুলি উদ্ধার করে।

বনধকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ বনধকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি কোচবিহারে। বনধ সফল করতে শুক্রবার সকাল থেকেই বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল বের করেন। কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা। কোচবিহার শহরে সরকারি বাসের কাচ ভাঙলেন বিজেপি কর্মীরা।বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় জেলা নেতৃত্ব। তখনই পুলিশ এসে তাঁদের টেনে হিঁচড়ে পুলিশের ভ্যানে তোলে। এতেই তৈরি হয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। এদিন কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকায় বন্ধ সমর্থককারী বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় উত্তেজনা।

ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে দুজন নেশার সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে দুজনকে নেশার সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, সিকিম নম্বরের একটি গাড়িতে সেই নেশার সামগ্রী গুলি নিয়ে যাচ্ছিল ওই দুজন। গাড়িতে লেখা ছিল অন আর্মি ডিউটি। গোপন সূত্রে তাদের গাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৪০ বোতল কফ সিরাপ ৬৪ পাতা নেশার ক্যাপসুল উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

লায়ন্স ক্লাব শিলিগুড়ি প্রেরণা খোপলাসী হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিশুদের উদ্ভাবনী উপহার দিল

শিলিগুড়ি ঃ লায়ন্স ক্লাব শিলিগুড়ি প্রেরণা কর্তৃক মেগা ১১ ইন ১ প্রকল্পের অধীনে একটি অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল শিলিগুড়ির খপলসি হিন্দি হাই স্কুলে। শুক্রবার এই সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে স্কুলে অনেক উপকরণ দেওয়া হয়েছে স্কুলের শিশুদের সাহায্য করার জন্য। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়। সেই সঙ্গে রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়।শিক্ষার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চ ও টেবিল দেওয়া হয়েছে এবং গরম কাটাতে সিলিং ফ্যান দেওয়া হয়েছে, স্কুল প্রাঙ্গণে কিছু নতুন গাছ লাগানো হয়েছে, স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়েছে, শিশুদের মধ্যে কেক ও জুস বিতরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশুদের চোখের চিকিৎসা করা হয়।

ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারে আকাশবাণী এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

আলিপুরদুয়ার ঃ এবারে আলিপুরদুয়ার পেল আকাশবানীর এফএম ট্রান্সমিটার। ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।শুক্রবার সকালে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে একটি আকাশবাণী এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানা যায় এদিন ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে সারাদেশের ৯১টি আকাশবাণী এফএম ট্রান্সমিটারের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ১০২.২ মেগাহার্জ এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন হয়। আকাশবাণী এফএম ট্রান্সমিটারের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশন বিভাগের বিভাগীয় প্রবন্ধক দিলীপ কুমার সিং সহ অন্যান্যরা।

তৃণমূল ঃ বিজেপির দু পক্ষের মধ্যে খানিক বচসার সৃষ্টি রাঙ্গাপানিতে

রাঙাপানিঃ বিজেপির ডাকা বন্ধ মানতে অস্বীকার তৃণমূল কংগ্রেসের আর এই নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে খানিক বচসার সৃষ্টি রাঙ্গাপানিতে। আর এ নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণের চেষ্টা করে তৃনমূল কর্মী সমর্থকেরা, কার্যত মারধর করা হয় বলে এমনটাই অভিযোগ সাধারণ মানুষের। কালিয়াগঞ্জের নৃশংস ঘটনা আমরা সকলেই দেখেছি আর তা নিয়ে বিগত প্রায় কয়েক দিন ধরেই উত্তাল রাজ্যে রাজনীতি। ডলি বর্মনকে যে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদে সকল সাধারণ মানুষ কিন্তু তার ন্যায় বিচারের প্রতিবাদে লড়াই করে চলেছে। মৃত্যুঞ্জয় বর্মন এর মৃত্যুর ন্যায় বিচার চাইছেন বিক্ষিপ্ত জনতা।সেই মতোই আজ গোটা রাজ্যে ১২ ঘণ্টা বন্ধ ডেকেছে বিজেপি। সেই বন্ধ কে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়েছে নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত রাঙ্গাপানিতে। জানা যায় বিজেপি এই গণধর্ষণনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মিছিল সংগঠিত করেছেন এবং সেই মিছিল এবং বন্ধ মানতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে শুরু হয়েছে হাতাহাতি সাধারন মানুষের গায়ে হাত তুলেছেন তৃনমূল। জানা যায় মৌসুমী সিংহ নামে এক মহিলা সেই হাতাহাতির স্বীকার হয়েছে।তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন তৎপর রয়েছেন।

পেট্রোলের বদলে জল দেওয়া হচ্ছিল জলপাইগুড়ি শহরের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে

জলপাইগুড়ি ঃ পেট্রোলের বদলে জল দেওয়া হচ্ছিল জলপাইগুড়ি শহরের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে। সেখান থেকে পেট্রোল কিনে গন্তব্যের দিকে রওনা হতেই মাঝরাস্তায় স্টার্ট বন্ধ হতে থাকে একের পর এক মোটরবাইক ও স্কুটির। তারপরেই সকলের নজরে আসে বিষয়টি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় গোটা জলপাইগুড়ি শহরে। অভিযোগ, জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর গুমটি এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তেলের বদলে জল দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় ওই পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকেই পেট্রোলের নামে গ্রাহকদের জল দেওয়া হচ্ছিল। এমন ঘটনায় মাথায় হাত মোটরবাইক মালিকদের। অনেকেই মোটরবাইকের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। অনেক রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন গ্যারেজেও ভিড় পড়ে যায়। চিত্রা রায় ও বাঃিট দাস সহ আরও বেশ কয়েকজন গ্রাহক বলেন, শহরের ৩ নম্বর গুমটি এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল কিনে বাড়ি ফেরার পথে মাঝ রাস্তায় গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় ওই পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকেই পেট্রোলের নামে গ্রাহকদের জল দেওয়া হচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখার পর পেট্রোলের সঙ্গে জল মিশে থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন পেট্রোল পাম্পের এক কর্মী। যদিও ঘটনার পর পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইংরেজবাজার থানা এলাকায় বনধ সমর্থক ১০ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার পুলিশের

মালদা ঃ বন্ধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও বিভিন্ন গাড়ি আটকানো দোকানপাট অফিস বন্ধ করার প্রতিবাদে পুলিশের হাতে গ্রেফতার দক্ষিণা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ, যুব মোর্চার সভাপতি শুভঙ্কর চম্পতি, ইংরেজবাজার পৌরসভার কাউন্সিলর সহ প্রায় ১০ জন বিজেপির কর্মী। মালদা শহরের কানির মোড় (দুর্গা মোড়) থেকে তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে ইংরেজবাজার থানায় ধরে নিয়ে আসে। তারই প্রতিবাদে বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা ইংরেজবাজার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

চুরি যাওয়া মোটরবাইক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে মঙ্গলবার গভীর রাতে চুরি যায় একটি মোটর বাইক। সেই মতো অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালিয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে চুরি যাওয়া মোটরবাইক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ তিনজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে ঘটনায় ধৃত তিনজন হল সূর্য সিং, মিঠুন রায় ও অমূল্য রায়। ধৃতদের মধ্যে সূর্য সিংয়ের বাড়ি বাড়িভাষা এলাকায়, মিঠুন রায় ফুলেশ্বরী দেশবন্ধুপাড়া এবং অমূল্য রায় দেশবন্ধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সূর্য সিং মোটরবাইকটি চুরি করে। এরপরে মিঠুন রায়ের গ্যারেজে নিয়ে যায়। সেখানে সেই মোটরবাইকের সমস্ত জিনিসপত্র পালটে অমূল্য রায়ের কাছে মোটরবাইক বিক্রি করেছিল। ধৃতদের আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

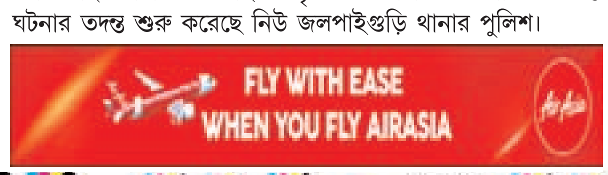

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ম্রোদের 'জিম্মি' করে বন উজাড় করছেন আওয়ামী লীগ নেতার ভাই

বান্দরবান ঃ বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের ম্রো সম্প্রদায়ের পুরো একটা পাড়াকে জিম্মি করে প্রাকৃতিক বন উজাড় করা হচ্ছে। অভিযোগের আঙুল এক আওয়ামী লীগ নেতার ভাইয়ের দিকে। প্রায় দুই দশক ধরে এই বন থেকে গাছ কেটে নিচ্ছেন তিনি। কেউ বাধা দিতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। অস্ত্র প্রদর্শন করা হয়।

পাহাড় থেকে হাতি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গাছের গুড়ি।

হাতির বিষ্ঠায় ছড়াগুলোর জল দূষিত হয়ে যায়। বিশুদ্ধ জলের সংকটে পড়েন স্থানীয় ম্রোরা। দূষিত জল খেয়ে কয়েকজন স্কুল ছাত্রের ইতিমধ্যে ডায়রিয়া হয়েছে।

বান্দরবন জেলা শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে সুয়ালক লামা সড়কের পাশে সরই ইউনিয়ন। সরইয়ের কেয়াজু বাজার থেকে ১২ কিলোমিটার পূর্বে এই লেমুপালং মৌজার অবস্থান। সরই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়েছে এটি। সম্প্রতি ওই এলাকা ঘুরে এসে রিপোর্ট করেছেন উসিথোয়াই মারমা। তিনি বলেন, আমি লামা ঘুরতে গিয়েছিলাম। যখন ফিরে আসি, তখন স্থানীয় কয়েকজন যুবক আমাকে বলেন, হতির বিষ্ঠায় খাওয়ার জলের ছড়াগুলো দূষিত হচ্ছে। ৪ জন শিক্ষার্থী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এটা যেন আমি প্রশাসনের দৃষ্টিতে আনি। সেই সূত্র ধরেই আমি সেখানে গিয়ে অবৈধভাবে বন উজাড় করার তথ্য পেয়েছি। আমার সঙ্গে যখন ম্রো সম্প্রদায়ের লোকজন কথা বলছিলেন, তখন তাদের চোখেমুখে ভয় আর আতঙ্কের ছাপ দেখেছি। তারা বলেছেন, এ নিয়ে রিপোর্ট হলে তাদের উপর নির্যাতন হতে পারে। তবে ঈদের ছুটি শেষ না হওয়ায় আমি সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের কাউকে পাইনি। শুধু একজন মাহুতের সহকারীকে পেয়েছি। হাতিটিও আমি দেখেছি। পানি দূষিত হওয়ার বিষয়টিও আমি দেখেছি।

সরই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মেন ওয়াই ম্রো বলেন, দুই দশকের বেশি সময় ধরে এখান থেকে গাছ কেটে নিচ্ছেন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার মোরশেদ আলম চৌধুরী। ২০১৫ সালে আমরা কয়েকজন তাদের এই কাজে বাধা দিয়েছিলাম। গাছ কাটায় বাধা দেওয়ার পর আমাদের তিন জনের বিরুদ্ধে অপহরণ, হত্যাচেষ্টা ও মাদকের তিনটি মামলা দেওয়া হয়। ফলে এরপর আর কেউ বাধা দেওয়ার সাহস করেনি। পাঁচ বছর মামলা চালানোর পর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২০২০ সালে মামলা খারিজ হয়ে যায়। আসলে আমাদের এলাকার অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ও জুমচাষি। কোথাও অভিযোগ করলে হয়রানি ও মামলার ভয়ে কেউ কিছু বলেন না। কোথাও অভিযোগ দিয়েছি শুনলে আমাদের উপর চাপ বাড়ে।

মোরশেদ আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবলীগের কমিটির সদস্য। বর্তমানে তিনি ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে আছেন। তার বড় ভাই লোহাগড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খোরশেদ আলম চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমার ভাই দীর্ঘদিন ধরে কাঠের ব্যবসা করেন। যে জায়গা থেকে গাছ কাটার কথা বলা হচ্ছে, তার পাশে আর্মি ক্যাম্প, পুলিশ ক্যাম্প আছে। অনুমতি না থাকলে কি তিনি ওখান থেকে গাছ কেটে আনতে পারবেন? আমি বিষয়গুলো পুরোপুরি জানি না। তিনি দেশে এলেই বিষয়টি জানা যাবে। তবে আমি যতটুকু জানি, বন বিভাগের অনুমতি নিয়েই তিনি এতদিন ধরে কাঠের ব্যবসা করে আসছেন।

তবে এমন অনুমতির কথা অস্বীকার করেছেন লামা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আরিফুল হক বেলাল। তিনি বলেন, আমার জানা মতে, এমন কোনো অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি হাতি ব্যবহার করে কাঠ টানতে হলেও বন বিভাগের অনুমতি লাগে। সেই অনুমতিও আমরা দিইনি। বিষয়টি জানার পর আমি একটি তদন্ত কমিটি করেছি। নিরাপত্তার কারণে তারা এখনো ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে পারেনি। তবে দু এক দিনের মধ্যেই তারা সেখানে যাবেন। বিষয়টি দেখে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবো।

সার্ক মানবাধিকার ফোরামের সহসভাপতি অং ম চং বলেন, সংরক্ষিত এই বন ম্রো সম্প্রদায়ের জীবন ধারণের মাধ্যম। এখন তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন যদি অবৈধভাবে কেটে নেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? আমি চাই প্রশাসন দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিক। তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন, দ্রুত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।

জানা গেছে, লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের লেমুপালং মৌজায় ১৩টি ম্রো পাড়া রয়েছে। বান্দরবান হেডম্যান কারবারি কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ও বেতছড়া মৌজার হেডম্যান হা থোয়াই হ্ন মারমা বলেন, আমাদের এখানে পাড়াবন বা গাছ বিক্রির কোনো বিধিবিধান নেই। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী, হেডম্যান মৌজার বনের সম্পদ ও ভূমি সংরক্ষণ করেন। কোনো হেডম্যান চাইলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মৌজার বন বিক্রি করে দিতে পারেন না। প্রথাগত বিধিতে এটা কোথাও নেই। কেউ যদি না জেনে করে থাকেন তাও সম্পূর্ণ অবৈধ।

মোরশেদ আলম চৌধুরীর লোকজনের দাবি জোতপারমিটের মাধ্যমে মৌজাপ্রধান হেডম্যানের কাছ থেকে ওই বাগান কেনা হয়েছে এবং বৈধভাবেই গাছ কাটা এবং হাতি দিয়ে সেই গাছকাটা কাঠ টানা হচ্ছে। একসময় লেমুপালং মৌজার হেডম্যান ছিলেন চন্দু ম্রো। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। বলা হচ্ছে, তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে সারা জীবনের জন্য এই চুক্তিপত্র তৈরি করা হয়েছে।

এই মৌজার হেডম্যান চন্দু ম্রোর ছেলে কাইন ওয়াই ম্রো বলেন, বনের গাছ না কাটার জন্য মোরশেদের লোকজনকে নিষেধ করা হলেও তারা আমার বাবার সঙ্গে একটা চুক্তির কথা বলে। কিন্তু কী চুক্তি, কত বছরের চুক্তি আমি বা আমরা কিছুই জানি না। আমরা অনেকবার তাদের নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা আমাদের কথা শোনেন না।

পুরাতন দেওয়ান পাড়া, নতুন দেওয়ান পাড়া এবং বাক্কা পাড়ার মাঝখানে একটি স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে। এই স্কুলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ঝিরি। এদিকে এই কাঠ বহনের জন্য আনা হয়েছে হাতি। সেই হাতির বিষ্ঠায় ঝিরির পানি দূষিত হয়ে গেছে। স্কুলের শিক্ষার্থী ও আশপাশের পাহাড়িদের খাওয়ার জলের উৎস এই ঝিরি। দুই সপ্তাহ আগে গরমের মধ্যে চার শিক্ষার্থী সেই ঝিরির জল পান করে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

স্কুলের শিক্ষক থোংয়া ম্রো বলেন, আমাদের স্কুলটি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। ফলে ছোট বাচ্চারা এখানে আসে। আমরা দেখি, ঝিরি দিয়ে হাতির পিঠে করে কাঠ নেওয়া হয়। আমরা বাচ্চাদের নিষেধ করেছি ঝিরির জল খেতে। যারা হাতি দিয়ে কাঠ নিচ্ছে তাদের কি এই ঝিরি দিয়ে না নেওয়ার কথা বলেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা ক্ষমতাশালী লোক। তাদের এসব বলে আমরা আবার কী বিপদে পড়ি, তাই কিছু বলিনি।

লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তফা জাবেদ কায়সার বলেন, গাছ কাটা ও ঝিরির জল দূষিত হওয়ার বিষয়টি আমরা জেনেছি। এ নিয়ে বন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাদের একটি রিপোর্ট দিতে বলেছি। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইন্দো'প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ঃ যুক্তরাষ্ট্র নাকি চীন কার দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ?

কলকাতা ঃ বাংলাদেশে যেসব দেশের কূটনীতিককে সব সময় নানা বিষয়ে সরব ভূমিকায় দেখা যায়, চীনা রাষ্ট্রদূত সাধারণত সেরকম কেউ নন। বিশেষ করে পশ্চিমা কূটনীতিকরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতি হতে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে যেভাবে প্রকাশ্য মন্তব্য করেন, তাকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে 'নাক গলানো' বলেই গণ্য করেন অনেকে। চীনা কূটনীতিকরা সাধারণত এ ধরণের মন্তব্য সযত্নে এড়িয়ে যান। কিন্তু ২০২১ সালের ১০ মে ঢাকায় তৎকালীন চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সাংবাদিকদের কাছে এমন কিছু কথা বললেন, যা মারাত্মক অস্বস্তি তৈরি করলো বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে। বাংলাদেশ এ নিয়ে এতটাই বিব্রত হলো যে, পরদিনই সরকার চীনা রাষ্ট্রদূতের কথার প্রতিবাদ জানালো। চীনের মতো ঘনিষ্ঠ মিত্র একটি দেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এরকম প্রকাশ্য বিবৃতি, এটিও ছিল খুবই বিরল এক ঘটনা। রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সেদিন ঢাকায় কূটনৈতিক সংবাদদাতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন 'কোয়াড' (কোয়াড্রিলেটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ) নামে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের এক নিরাপত্তা জোট নিয়ে। তিনি এই জোটে যোগ দেয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, যদি বাংলাদেশ এই জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের 'বড় ক্ষতি' করবে। তিনি আরও বলেছিলেন, কোয়াড হচ্ছে চীনের পুনরুত্থান ঠেকানোর এক সামরিক জোট' এবং বাংলাদেশের উচিৎ হবে না, এরকম একটি 'সংকীর্ণ লক্ষ্য' অর্জনের চক্রে সামিল হওয়া। চীনা রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে ঢাকা কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তার টের পাওয়া যায় পরের দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের কড়া জবাবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আমরা একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরাই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করি। আমাদের দেশের এবং জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব আমরা কী করবো।

কোয়াড সামরিক জোটে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আছে জাপান, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন আরও বলেছিলেন, কোয়াডের সদস্য দেশগুলোর কেউই বাংলাদেশকে এই জোটে যোগ দিতে বলেনি। কাজেই চীনা রাষ্ট্রদূত যেকথা বলেছেন তা অকাল প্রসূত। চীন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে এমনটি খুবই ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা, চীনের কাছ থেকে এটা আমরা আশা করিনি বলেছিলেন তিনি। বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ কীভাবে জড়িয়ে পড়ছে এবং সেটি এই দুই দেশের সঙ্গেই তাদের সম্পর্কে কীরকম টানাপোড়ন তৈরি করছে তার উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করছিলেন কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মাহমুদ আলী।

তিনি বলেন, এই কোয়াড গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সদস্য দেশগুলো বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশকে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়াবার আহ্বান জানিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ চীনের দিক থেকে এ নিয়ে সতর্কবাণী পেয়েছে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি চীন এবং চীন বিরোধী জোটের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, এরই মধ্যে বাংলাদেশের ওপর তার প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশকে দেশের ভেতরের এবং বাইরের নানা চাপ মোকাবেলা করে এখানে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। কাজটি বেশ কঠিন। স্বাধীনতার পর হতে গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে এসেছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই প্রথম দেশটি নিজেদের এমন একটি অবস্থানে দেখতে পাচ্ছে, যেখানে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এরকম একটি দ্বন্দ্বে তাদের জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্র দেশগুলোর ইন্দো'প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় ধরণের বাঁক বদল ঘটেছিল ২০১৭ সালে। সেবছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে। বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বিআরই নামের যে মহা'পরিকল্পনা নিয়ে চীন বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো'প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ছিল মূলত তার পাল্টা পরিকল্পনা, চীনকে ঠেকানোর কৌশল। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মাহমুদ আলী বলেন, ২০১৭ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র যত ধরণের প্রতিরক্ষা, সামরিক বা কূটনৈতিক দলিল প্রকাশ করেছে, তার সব কিছুর কেন্দ্রে কিন্তু আছে চীন যুক্তরাষ্ট্রের সব কৌশলের একটাই লক্ষ্য, চীন যেন কোনভাবেই মার্কিন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। আর চীনকে ঠেকানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এসব কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইন্দো'প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যত মিত্র দেশ আছে, এই ইন্দো'প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিতে তাদেরকে একটি চীন'বিরোধী জোটে জড়ো করতে চায়। এই জোটের অনেক ধরণের লক্ষ্য আছে সামরিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং কূটনৈতিক। তবে সবকিছুর উপরে মূল লক্ষ্য একটাই চীন যেন কোন ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের এক নম্বর ক্ষমতাধর দেশের অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুই বিশ্ব পরাশক্তির দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ কেন হঠাৎ এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো? বিশ্লেষকরা এর নানা কারণ উল্লেখ করছেন। এর একটি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ যেভাবে নানা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, সেটিকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেন, ইন্দো'প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিতে বাংলাদেশ কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো, তা বোঝা কঠিন নয়। প্রথমত বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান। বঙ্গোপসাগরের একেবারে মুখে বাংলাদেশের অবস্থান। অন্যদিকে দক্ষিণ'পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগস্থলে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে।

তবে এর পাশাপাশি গত দুই দশকে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, তাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। জনসংখ্যার বিচারে এটি বিশাল এক দেশ, বড় একটি বাজার। অনেকেই বাংলাদেশের এই বাজারে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন, বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। আর সম্প্রতি ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পর বাংলাদেশ যে বিশাল জলসীমা পেয়েছে, সেখানেও প্রচুর সম্পদ আছে। এসব কারণে বাংলাদেশ এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তবে এর পাশাপাশি বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে চীনের প্রভাব যেভাবে বাড়ছিল, সেটি নিয়েও যথেষ্ট উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতে। বাংলাদেশে চীন'মার্কিন দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় একটি উদাহরণ সম্ভবত দেশটির একটি গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প। চীন তার বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ মহা'পরিকল্পনায় যে মেরিটাইম সিল্ক'রুট প্রকল্প নিয়েছে, তার অংশ হতে পারতো বাংলাদেশের সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত একটি গভীর সমুদ্র বন্দর। চীনকে দমন করার জন্য, চীন যেন বঙ্গোপসাগর দিয়ে বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে ব্যবসা'বাণিজ্য না করতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ভারত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যেন কোনভাবেই বাংলাদেশ বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভে ঢুকতে না পারে, বলছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আলী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে চীনে গিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন কক্সবাজার উপকূলে সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য। চীন বেশ আগ্রহের সঙ্গেই এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তখন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ভারত সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এই পরিকল্পনা বাদ দিতে। তারা উল্টো প্রস্তাব দেয় সোনাদিয়া হতে অল্প দূরত্বে মাতারবাড়িতে জাপানের সহায়তায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য। বাংলাদেশ ২০১৪ সালে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তই নেয়। জাপানের কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তায় মাতারবাড়িতে এই গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ এখন পুরোদমে চলছে।

সৈয়দ মাহমুদ আলী বলেন, বাংলাদেশ এই সাহায্য পাচ্ছে বাংলাদেশের কারণে নয়, মূল কারণ হচ্ছে চীন যেন বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে, চীন যেন বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের সুযোগ বা অনুমতি না পায়। চীন'মার্কিন দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে গত বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ সরকার ইন্দো'প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে তাদের নীতি কী হবে, সে বিষয়ে কাজ করছে। এরকম একটি রূপরেখা ঘোষণা করা হবে এমন আভাস বেশ কিছুদিন থেকেই দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের আগে হঠাৎ করেই ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এই রূপরেখা ঘোষণা করে। যে সময়ে বাংলাদেশ এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি প্রকাশ করলো, তাকে অনেক বিশ্লেষকই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে নানা টানাপোড়ন, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে যখন নতুন করে চাপ তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে সরকারের এই পদক্ষেপের সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন অনেকে। তবে শেখ হাসিনার জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র সফরের সফরের আগে ইন্দো'প্যাসিফিক রূপরেখা প্রকাশের বিষয়টিকে একেবারেই 'কাকতালীয়' বলে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমীন। তাড়াহুড়ো করে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশকে খুশি করার জন্য বাংলাদেশ এই রূপরেখা প্রকাশ করেছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে আমি সুস্পষ্টভাবে দ্বিমত পোষণ করি। বাংলাদেশ কিন্তু এই রূপরেখা নিয়ে কাজ করছে ২০২১ সাল হতে। এটা যখনই তৈরি হয়েছে, সরকার তখনই এটা প্রকাশ করেছে। আপনি বলতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই যে এটি প্রকাশ করা হলো, সেটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, বলছেন অধ্যাপক ইয়াসমীন। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান কী হবে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই রূপরেখায়।

যে কারণে বাল্য বিয়েতে এশিয়ার শীর্ষে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ বাল্য বিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্বেগজনক চিত্র কারোই খুব বেশি অজানা নয়। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক সংস্থা ইউএনএফপিএর সবশেষ প্রতিবেদন বলছে, বাল্য বিয়ের ক্ষেত্রে এখন এশিয়ার দেশ গুলোর মধ্যেই শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ।

বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি২০২৩'এ ২০০৬ থেকে ২০২২ সালের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে বয়স ১৮ হওয়ার আগেই বাংলাদেশের ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৫ বছর বা তার কম বয়সি মেয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিয়ের হার ২৭ শতাংশ।

'৮০০ কোটি জীবন, অপরিসীম সম্ভাবনা' (এইট বিলিয়ন লাইভস, ইনফিনিট পসিবিলিটিজ) শিরোনামে বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৩ গত ১৯ এপ্রিল বৈশ্বিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় রোববার ঢাকার গুলশানে অবস্থিত ইউএনএফপিএ'র স্যাটেলাইট কার্যালয়ে। বাংলাদেশে ইউএনএফপিএর প্রতিনিধি ক্রিশ্চিন ব্লুখস এই অনুষ্ঠান বলেন, এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি, যা বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভধারণের উচ্চ হারের কারণ। ১৫ থেকে ১৯ বছর বছর বয়সি প্রতি ১০০০ জনে ৭৪ জন সন্তান জন্ম দিচ্ছে। প্রতি চারজন বিবাহিত কিশোরীর মধ্যে প্রায় একজন ইতিমধ্যেই সন্তান ধারণ করা শুরু করেছে।

বাংলাদেশে বাল্য বিয়ের উচ্চ হারের ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানীরা যেসব কারণ নির্দেশ করেছেন, তার অন্যতম বড় কারণ দারিদ্র্য। এখনো অনেক পরিবারে মেয়েদের 'বোঝা' মনে করা হয়। নিরাপত্তার অভাব আরো একটি বড় কারণ। রাস্তা'ঘাটে মেয়েদের একটা বড় অংশ যৌন হয়রানি বা ইভ টিজিংয়ের শিকার হয়। এসবের আইনি প্রতিকার মেলে সামান্যই। অনেক পরিবারেরই মূল অভিভাবক থাকেন প্রবাসে। প্রবাসীদের পরিবারে নিরাপত্তার অভাব আরো তীব্র। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও বাংলাদেশে বাল্য বিয়ের হার অপরিবর্তিত থাকার একটি কারণ বলে সমাজ বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন। জলবায়ূজনিত কারণে অনেককেই বাসস্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। বাসস্থান পরিবর্তনের আগে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া ভালো মনে করছে কোনো কোনো পরিবার।

বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার সচেতনতামূলক অনেক পদক্ষেপ নিলেও এসবের সুফল মিলছে সামান্য। ২০১৭ সালে সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ করে। তাতে বেশ কিছু ধারায় কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই আইনটি ব্রিটিশ সরকার প্রণীত 'চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট অ্যাক্ট১৯২৯'কে প্রতিস্থাপন করে। আগের আইনেও বলা হয়েছিল কোনো নারী ১৮ বছরের আগে এবং কোনো পুরুষ ২১ বছরের আগে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এই শাস্তির সময়কাল এবং অর্থদণ্ড বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম ছিল। ফলে এই আইনটি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বর্তমান আইনে বয়সের সীমা একই রেখে, শাস্তির সময় এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ বাড়ানো হয়। পাশাপাশি, নতুন আইনে শাস্তির আওতায় কারা আসবে, তাও ঠিক করে দেওয়া হয়।

কিন্তু আইনটির একটি বিশেষ ধারায় বাল্য বিয়েকে বৈধতা দেওয়া হয়। এই ধারায় বলা হয়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতামাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। বাল্য বিয়ের প্রতিরোধে কাজ করছেন এমন ব্যক্তিরা বলেছেন আইনের এই বিশেষ ধারার অপপ্রয়োগ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই, যা বাল্য বিয়ে প্রতিরোধের অনেক উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। সাবেক সিনিয়র সচিব ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এই আইন প্রণয়নের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন , এই আইন সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক সমালোচনা আমাদের কানেও এসেছে। কিন্তু এটিকে যদি যথাযথ প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বাল্য বিয়ে বন্ধ হবেই। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আরো কিছু উদ্যোগেরও পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন, শতভাগ অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ও ব্যক্তির একক শনাক্তকরণ নাম্বার। সরকারের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাদের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে বাল্য বিয়ের হার এখন যথেষ্ট নিম্নগামী। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাল্যবিবাহের হার কমেছে...আমি মনে করি এটা ঠিক লাইনেই আছে।.যদি নতুন কোনো সার্ভে হয়, বাল্য বিয়ের হার ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট হতে পারে। কিন্তু এর বেশি হবে না আমার মতে, বলেছেন ফরিদা পারভীন, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

২০১৮ সালের এক কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাল্য বিয়ে কমিয়ে আনার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল। তাতে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বা তার কমবয়সি মেয়েদের বিয়ের কথা শূন্যের মধ্যে এবং ১৮ বা তার কম বয়সি মেয়েদের বিয়ে এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্য বিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছিল। জাতিসংঘের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল'এর আওতায়ও ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্য বিয়ে নির্মূলের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে কোনো বাড়তি উদ্যম দেখতে পাচ্ছেন না। কোভিড মহামারি চলার সময়ে বাল্য বিয়ে মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম অনেকটাই গতি হারায়। এই সময়টা নতুন করে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে এই সময়ে স্কুল বন্ধ থাকে ৫৪৩ দিন। অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চললেও ইন্টারনেটের উচ্চ ব্যয় এবং দুর্বল গতি আর উপযুক্ত গ্যাজেটের অনুপস্থিতির কারণে গ্রামীণ এলাকার ছাত্ররা অনেকাংশেই পিছিয়ে পড়ে। প্রতিকূল সেই সময়ে অনেক পরিবার তাদের আয় হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সম্পাদকীয়

ডিডাব্লিউ ফ্রিডম অব স্পিচ অ্যাওয়ার্ড পেলেন অস্কার মার্তিনেজ

এল সালভাদরের অনুসন্ধানী সাংবাদিক অস্কার মার্তিনেজ পেলেন 'ডিডাব্লিউ ফ্রিডম অব স্পিচ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩'। নবমবারের মতো এই পুরস্কার দিচ্ছে ডয়চে ভেলে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এল ফারোর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন অস্কার মার্তিনেজ। সংবাদমাধ্যমটি অনুসন্ধানী গবেষণাধর্মী সাংবাদিকতা এবং সরকারের অবাধ সমালোচনার জন্য গোটা লাতিন অ্যামেরিকা জুড়ে পরিচিত। সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তারা। মহাপরিচালক পেটার লিমবুর্গ বলেন, ''মধ্য অ্যামেরিকা নতুন করে কর্তৃত্ববাদের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে,

যেখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্রমাগত সীমিত হয়ে পড়ছে। এল সালভাদরে গণমাধ্যম আগে কখনো এতটা কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়েনি। দেশটিতে সাংবাদিকদের উপর বিপলু চাপ সত্ত্বেও অস্কার মার্তিনেজ এবং এল ফারোর সম্পাদকীয় কর্মীরা সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। একই ধরনের চাপ রয়েছে মধ্য অ্যামেরিকার অন্য দেশগুলোতেও। কর্তৃত্ববাদী সরকার ও সংঘবদ্ধ অপরাধের কৌশলগুলোর দিকে ফিরে দেখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিশাল ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে তারা তথ্য দিচ্ছেন।'' মার্তিনেজ রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি এবং পুলিশের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন করেছেন। উত্তর ও মধ্য অ্যামেরিকায় সক্রিয় অপরাধী সংগঠন এমএস ১৩-র সঙ্গে এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট বুকেলে সরকারের সমঝোতার তথ্য উন্মোচন করেছে তার সংবাদমাধ্যম এল ফারো। মধ্য অ্যামেরিকার সত্যানুসন্ধানী সব সাংবাদিকদের জন্য পুরস্কারটি উৎসর্গ করেছেন অস্কার মার্তিনেজ। তিনি বলেন, ''মধ্য অ্যামেরিকার সাংবাদিকদের সত্য উন্মোচন অব্যাহত রাখা উচিত। ক্ষমতাবানদের অনেক কিছু লুকানোর আছে। ক্ষমতার অন্ধকার দিক ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো সাংবাদিকদের উন্মোচন করতে হবে। সেই সঙ্গে মধ্যে অ্যামেরিকা কর্তৃত্ববাদের নতুন ঢেউয়ের মুখোমুখি। সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমাদেরকে সরকারের সমস্ত অপপ্রচার ও মিথ্যা তথ্য মোকাবিলা করতে হবে।'' মার্তিনেজ ও তার সহকর্মীরা সাম্প্রতিক সময়ে বুকেলে সরকারের ক্রমবর্ধমান চাপ ও নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে তাদের ডিজিটাল প্রকাশনার একটি অংশ কোস্টারিকাতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। হত্যার হুমকি পাওয়ায় মার্তিনেজকেও তড়িঘড়ি দেশ ছাড়তে হয়েছিল। গণমাধ্যমের সীমিত স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সাংবাদিকতার অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ সাল থেকে ডয়চে ভেলে 'ফ্রিডম অব স্পিচ অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে আসছে। জুনে ডয়চে ভেলের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সম্মেলন 'গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম'-এ এবারের বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হবে।

ভারতে হিন্দুত্বের 'নতুন ল্যাবে'ই বিজেপি কোণঠাসা, আশাবাদী কংগ্রেস

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি দেশের যে রাজ্যটিকে হালে তাদের 'হিন্দুত্ব এক্সপেরিমেন্টে'র নতুন পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি করে তুলেছিল, সেটি হল দাক্ষিণাত্যের কর্নাটক। আজ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের শুধু এই একটি রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় যেতে পেরেছে। কর্নাটকে বাসবরাজ বোম্মাইয়ের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সাম্প্রতিককালে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, পর্যবেক্ষকরা মনে করেন তার অনেকগুলোই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বা 'পোলারাইজেশনে'র লক্ষ্যে নেওয়া।

শুভজ্যোতি ঘোষ
প্রাবন্ধিক

যেমন, রাজ্যের স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব বা হেডস্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামসম্মত 'হালাল' মাংস বাজারে বিক্রির ওপরেও বিধিনিষেধ আনা হয়েছে।

মহীশূরের সাবেক শাসক টিপু সুলতানকে হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরতে নতুন করে ইতিহাস লেখার চেষ্টাও বাদ যায়নি।

রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী সপ্তাহেই (১০ মে)। তার অল্প কিছুদিন আগে কর্নাটক সরকার রাজ্যের পশ্চাৎপদ মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণের (কোটা) ব্যবস্থাও বাতিল ঘোষণা করেছে।

এত কিছুর পরেও কর্নাটকে এই হিন্দুত্বের রাজনীতি বিজেপিকে আদৌ কোনও নির্বাচনী ফায়দা দিচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন না।

ভোটের যখন আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, বিজেপিও এই শেষ মুহূর্তে হিন্দুত্বের রাস্তা ছেড়ে নির্বাচনী প্রচারে শুধু উন্নয়ন আর অবকাঠামোর কথাই বলছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেও ভোটের প্রচারে কর্নাটক চষে ফেলছেন।

কর্নাটকে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস উল্টোদিকে খুবই উজ্জীবিত প্রচার চালাচ্ছে - দলের রাজ্য নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকলেও আপাতত সে সব ভুলে ক্ষমতায় ফেরার জন্য কংগ্রেস নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সম্প্রতি রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো' যাত্রা কংগ্রেসের পালে অনেকটাই হাওয়া ফিরিয়ে এনেছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা একমত।

এই পটভূমিতে আগামী বছর দেশে সাধারণ নির্বাচনের আগে বিজেপিকে একটা বড় ধাক্কা দেওয়ার জন্য কর্নাটকের ভোটকেই বিরাট সুযোগ হিসেবে দেখছেন কংগ্রেস নেতারা।

কর্নাটকের রাজনীতি মূলত রাজ্যের হিন্দুদের দুটি প্রধান সম্প্রদায়, লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের রাজনীতি।

বিজেপি বরাবরই লিঙ্গায়েতদের সমর্থন পেয়ে এলেও ভোক্কালিগাদের মধ্যে তাদের জনসমর্থন বেশ কম।

কংগ্রেসে আবার বেশ কয়েকজন বড় মাপের ভোক্কালিগা নেতা আছেন, ফলে ভোক্কালিগা ভোট মূলত কংগ্রেস আর জনতা দল (সেকুলার)-এর ঝুলিতেই যায়।

পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, কর্নাটকের এই নিজস্ব হিন্দু 'জাতপাতের রাজনীতি' খতম করতেই বিজেপি চেয়েছিল হিন্দু-মুসলিম ভোট ভাগের রাজনীতি করতে, যাতে মুসলিম-বিরোধিতার আবেগে লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগারা এককাট্টা হয়ে তাদের সব হিন্দু ভোট বিজেপিকেই দেয়।

কর্নাটকের জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ মুসলিম। ওদিকে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ - সেখানে বিজেপির এই ফর্মুলা অতীতে দারুণ কাজে এসেছে।

ব্যাঙ্গালোরের প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুগত শ্রীনিবাসারাজু বিবিসিকে বলছিলেন, ঠিক একই ধরনের লক্ষ্য নিয়েই রাজ্যের

বোম্মাই সরকার গত দু-তিন বছরে একের পর এক মুসলিম-বিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে হিন্দুত্ব এজেন্ডার বাস্তবায়ন করে গেছে।

এই হিন্দুত্ব এজেন্ডার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল দক্ষিণ কর্নাটকে গত বছরের হিজাব-বিরোধী আন্দোলন।

বছর দেড়েক আগে থেকেই সেখানকার সব স্কুল-কলেজের সামনে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে আসার বিরুদ্ধে জমায়েত করে স্লোগান দিতে শুরু করে।

যার পরিণতিতে একটা পর্যায়ে ছাত্রীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়, আদালতও তাতে সায় দেয়।

কর্নাটকে হালাল মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়েও গত বছর থেকে সরব হয় শ্রীরাম সেনা, বজরং দলের মতো নানা গোষ্ঠী। এরপর সেই দাবি অনেকটা মেনে নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল আনারও প্রস্তুতি নেয় বোম্মাই সরকার।

বিজেপির কর্নাটক শাখার আর একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল 'উরি ও নানজে গৌড়া'র কাহিনী প্রচার করা।

ইতিহাসের এই দুই ভোক্কালিগা বীরই আসলে টিপু সুলতানকে হত্যা করেছিলেন, শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে তার মৃত্যু হয়নি - ভোটের মাসকয়েক আগে থেকে বিজেপি এই প্রচারণাও শুরু করে।

তবে এই দাবিতে যে কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই, বরং এটা স্রেফ ভোক্কালিগা ভোট টানার চেষ্টা - কর্নাটকের পর্যবেক্ষকরা সবাই প্রায় এ বিষয়ে একমত।

বোম্মাই সরকারের শেষ হিন্দুত্ববাদী পদক্ষেপ ছিল রাজ্যে ৪ শতাংশ মুসলিম কোটা বাতিল করা - সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার পরও তারা যে অবস্থানে অনড় রয়েছে।

বাস্তবতা হল, কর্নাটকে একটার পর একটা হিন্দুত্ববাদী পদক্ষেপ নিলেও ভোটের আগে তা বিজেপিকে বাড়তি কোনও অক্সিজেন জোগাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

দিনসাতেক আগে ভারতের একটি জাতীয় টিভি চ্যানেলের অ্যাঙ্কর মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের লাইভ সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বিজেপির এই হিন্দুত্ব এজেন্ডা নিয়ে একটি প্রশ্ন করেন।

দৃশ্যতই বিরক্ত মি. বোম্মাই জবাব দেন, হিজাব আর হালাল ছাড়া আপনারা কি কোনও সাক্ষাৎকার নিতে পারেন না? মানুষ এখন ওসব নিয়ে আর কথা বলছে না।

কর্নাটকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বলছেন, রাজ্যের ভোট যে হিন্দুত্ব নয় - বরং উন্নয়ন আর অবকাঠোমোর প্রশ্নেই আবর্তিত হচ্ছে, এটা বুঝেই বিজেপিও এখন তাদের বিভাজনের রাজনীতির রাস্তা থেকে সরে আসার চেষ্টা করছে।

সুগত শ্রীনিবাসারাজুর কথায়, হিন্দুত্ব যে এখানে আর কোনও ডিভিডেন্ড দিচ্ছে না সেটা বিজেপিও উপলব্ধি করেছে।

আসলে রাজ্যের যে ওল্ড মাইসোর এলাকায় বিজেপি এই রাজনীতিটা শুরু করেছিল, সেখানে সাধারণ মানুষের অনেক বেশি মাথাব্যথা ডিজেলের দাম কিংবা কৃষিপণ্যের সঠিক মূল্য পাওয়া নিয়ে, মন্তব্য করেন তিনি।

ইউনিভার্সিটি অব মাইসোরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মুজফফর আসাদিও মনে করেন, কর্নাটকের মাটিতে বিজেপির এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি কাজ করবে এটা ভাবাটাই ভুল ছিল।

তিনি বলছিলেন, আসলে কর্নাটকের ডিএনএ-তেই এই সাম্প্রদায়িকতা জিনিসটা নেই। এই রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি শান্তিতে বাস করছে বহু বহু কাল ধরে, এমন কী কর্নাটকে তেমন কোনও বড় দাঙ্গার ইতিহাসও নেই।

এখানে যদি বলাও হয় টিপু সুলতান হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন মানুষ সেটা বিশ্বাস করবে না। মহীশূরের লোকজন তাকে চিরকাল একজন পরধর্মসহিষ্ণু শাসক হিসেবেই জেনে এসেছেন, বলছিলেন অধ্যাপক আসাদি।

বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি রাজ্যে সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষ বোম্মাই সরকারের দুর্নীতিতে বীতশ্রদ্ধ - এটা বুঝেই নতুন উদ্যমে কর্নাটক দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস।

বোম্মাই সরকার প্রতিটি কাজের জন্য শতকরা চল্লিশ ভাগ 'কমিশন' বা ঘুষ নিয়ে থাকে, এই দাবি করে প্রতিটি জনসভায় রাজ্য সরকারকে 'ফর্টি পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট' বলে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছেন কংগ্রেস নেতারা।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আপাত-সফল 'ভারত জোড়ো' যাত্রার পর এই প্রথম দেশের কোনও বড় রাজ্যে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেটাও নিচুতলার কংগ্রেস কর্মীদের উজ্জীবিত করে রেখেছে।

বস্তুত ভারত জোড়ো যাত্রার একটা বড় অংশ কর্নাটকের ওপর দিয়েই পাড়ি দিয়েছিল।

দিল্লিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঈশাদৃতা লাহিড়ীর কথায়, রাহুল গান্ধী, বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বা নতুন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়গে একটানা প্রচারে কর্নাটক চষে ফেলছেন। ডিকে শিবকুমার বা সিদ্ধারামাইয়ার মতো স্থানীয় নেতারা তো আছেনই।

বলা যেতে পারে কংগ্রেস প্রায় কার্পেট বম্বিংয়ের ধাঁচে প্রচার চালাচ্ছে। আর একটা জিনিস হল, আদানির মতো বিষয়ে নয়, তারা জোর দিচ্ছেন একেবারে কর্নাটকের স্থানীয় ইস্যুতে, যেগুলোর সঙ্গে মানুষ সহজেই রিলেট করতে পারবেন, বলছিলেন তিনি।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি', অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সেন্টিমেন্টটা খুব শক্তিশালী - এটা বুঝেই বিরোধী দলগুলো এই কৌশল নিয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন।

কংগ্রেস নেতারা প্রকাশ্যেই দাবি করছেন, ২২৪ আসনের কর্নাটক বিধানসভায় তারা এবার অনায়াসেই ১৪০ বা তারও বেশি আসন পাবেন।

কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাস এতটাই তুঙ্গে যে দলটি আরও বলছে, গরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য তাদের এবার জনতা দল (সেকুলার)-এর মতো অন্য বিরোধী দলগুলোর ভরসাতেও থাকতে হবে না। ১০ মে এক দিনে গোটা রাজ্যে ভোটগ্রহণের পর তিন দিন বাদে ১৩ মে কর্নাটকে ভোটগণনা - সে দিনই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে কর্নাটক বিজেপির হাতছাড়া হচ্ছে কি না।

নিষেধাজ্ঞা শেষ হলেও নদীতে জেলেদের জালে ইলিশ ধরা পড়ছে কম

কালকে গিয়া চার কেজি পাইসিলাম, আজকে গিয়া সাড়ে তিন কেজি পাইসি, বিকালে আবার জোয়াল (জোয়ার) আইলে যাবো, যাইলে বোঝা যাইবো কী পরিস্থিতি, কথাগুলো বলছিলেন চাঁদপুর জেলার রনাগোয়াল এলাকার জেলে জামাল মিজি। জামাল মিজিরা তিন ভাই মিলে নিজেদের নৌকা দিয়ে নদীতে ইলিশ মাছ ধরেন। মার্চ-এপ্রিল টানা দুই মাস নিষেধাজ্ঞার পর গত পহেলা মে থেকে ইলিশ ধরা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন ইলিশ ধরতে গিয়েছিলেন মি. মিজি।

মঙ্গলবার তার সাথে ফোনে কথা বলার সময় তিনি এভাবেই বলছিলেন, প্রথম আর দ্বিতীয় দিনের ইলিশ মাছ ধরার অভিজ্ঞতার কথা। মি. মিজি জানান, গতবারের তুলনায় এবার ইলিশের সংখ্যা বর্তমানে একেবারেই কম। ইলিশ মাছ পাওয়াই যায় না, নদীতে গেছি ইলিশ ধরতে, মাছ নাই বললেই চলে। এর আগের বছর পাইসিলাম মোটামুটি ভালই।

যে ইলিশ এখনো পর্যন্ত তিনি ধরেছেন সেগুলোও আকারে বেশ ছোট। তিনি বলেন, প্রতিবার মাছ ধরতে যেতে নৌকা, তেল, ইঞ্জিন আর সহকারী খরচ মিলে প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হয়। প্রতিবার এক সাথে ৬-৭ জন মিলে নৌকায় করে মাছ ধরতে যান তারা।

এখন যে হারে মাছ ধরা পড়ছে তা বিক্রি করে পোষাতে পারছেন না তারা।

এছাড়া, ভোলা জেলায়ও ইলিশ আশানুরূপ ধরা পড়ছে না বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে খবর পাওয়া গেছে।

বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় আব্দুল্লাহ মৎস্য আড়তের মালিক জহির শিকদার বলেন, গত বছর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর প্রথম দিনেই তার আড়তে ৫০ মণ ইলিশ এসেছিল। কিন্তু এবার তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ মণের মতো ইলিশ পেয়েছেন।

এ বছর নদীর ইলিশ মাছ নেই বললেই চলে। যে এলাকায় অভিযান থাকে না সেখান থেকেও নদীর ইলিশ পাই আমরা। তবে এবছরই সবচেয়ে কম মাছ আসলো, বলেন মি. শিকদার।

নদীর ইলিশ ধরা না পড়লেও এরইমধ্যে সাগরের ইলিশ আসতে শুরু করেছে। সাগরে বেশ ভালই ইলিশ ধরা পড়ছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের তথ্যানুযায়ী দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে।

ভোলা ও বরিশালের মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমানে ইলিশ মাছ কিছুটা কম ধরা পড়ছে। তবে এটা অস্বাভাবিক নয়, বরং বেশ স্বাভাবিক।প্রতি বছরই এই সময়টাতে ইলিশ কম মাত্রায় ধরা পড়ে বলে জানাচ্ছেন তারা।

ভোলা জেলার মৎস্য কর্মকর্তা মোল্লা এমদাদুল্যাহ বিবিসি বাংলাকে বলেন, এখন ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না এমন অভিযোগ সত্য নয়। বরং ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে তবে সেটা পর্যাপ্ত নয়, কম পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে, মোটামুটি ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে।

ইলিশ ধরার মৌসুম না হওয়ার কারণে বাংলাদেশে মে-জুন মাসে ইলিশ কম ধরা পড়ে। আর এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা বলেই উল্লেখ করেন মি. এমদাদুল্যাহ।

একই কথা বলছেন বরিশাল জেলার মৎস্য কর্মকর্তারাও। এই জেলার মৎস্য কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, গত ১০ বছরে এমন সময়ে ইলিশ ধরার তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই সময়ে ইলিশ ধরার পরিমাণ প্রকৃতিগতভাবেই কম থাকে।

জানা অজানা

মিয়ানমার সীমান্তে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরল সফর

মঙ্গলবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের অশান্ত অঞ্চলে বিরল এক সফরের সময় দেশটির সাথে চীনের সীমান্তে আন্তঃসীমান্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

২,১২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তটি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল থেকে ঘন জঙ্গলের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। লাওস, মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ডের সীমান্ত সেখানে মিলিত হয় সেই জায়গাটি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল নামে পরিচিত। ওই এলাকা মাদক চোরাচালানের জন্য কুখ্যাত।

জাতিসংঘ বলছে, ২০২১ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে মিয়ানমারে আফিমের উৎপাদন বেড়েছে। গত বছর পপির চাষ এক তৃতীয়াংশ বেড়েছে। কারণ তা নির্মূলের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেছে এবং দুর্বল অর্থনীতি আরও বেশি মানুষকে মাদক বাণিজ্যের দিকে নিয়ে গেছে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং জাতিগোষ্ঠীগত সশস্ত্র দলগুলির মধ্যে লড়াইও মাঝে মাঝে সীমান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে শরণার্থী বাড়ছে, কখনো কখনো চীনে মর্টার ফোটানো হচ্ছে। .চীন সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। তবে পরিস্থিতি যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন তারা মিয়ানমারকে সমর্থন করবে বলে জান্তার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন প্রকাশ করার কারণে সমালোচিত হয়েছে। সেনাবাহিনী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে মিয়ানমারে সহিংসতা চলছে। ক্ষমতার এ পটপরিবর্তন বিপুল সংখ্যক জনগণের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনী মারাত্মক শক্তি দিয়ে জনতাকে পরাস্ত করে। এর ফলে ব্যাপক সশস্ত্র প্রতিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

সাময়িকী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঃহলিউডে চাকরি হারানোর শঙ্কা

রোবট বা যন্ত্রের দখলে চলে যাওয়া ভবিষ্যৎ কাল্পনিক পৃথিবী নিয়ে বহু বছর ধরেই গল্প ফেঁদে আসছেন হলিউডের চিত্রনাট্যকাররা। এবার তারাই যন্ত্রের কাছে নিজেদের চাকরি হারানোর শঙ্কায় পড়েছেন। শুরু করেছেন ধর্মঘটও।

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহারে রাশ টেনে ধরার দাবি তুলেছে দ্য রাইটার্স গিল্ড অব অ্যামেরিকা-ডাব্লিউজিএ। তবে স্টিমিং সেবায় মুনাফার কাটতি আর পড়তি বিজ্ঞাপনী আয়ে ধুঁকতে থাকা হলিউড স্টুডিওগুলো সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

স্টুডিওগুলোর পক্ষে চুক্তির মধ্যস্থতাকারী অ্যালায়েন্স অব মোশন পিকচার্স অ্যান্ড টেলিভিশন প্রোডিউসার্সের মুখপাত্রের সঙ্গে এই বিষয়ে রয়টার্সের তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

গত কয়েক বছর ধরেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে হলিউড পাড়ায় বিতর্ক চলছে। শেষমেস সোমবার থেকে ধর্মঘটে নেমেছেন মার্কিন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের চিত্রনাট্যকাররা।

ডাব্লিউজিএর সমঝোতা কমিটির সদস্য চিত্রনাট্যকার জন অগাস্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তাদের উদ্বেগের মূল দুইটি কারণ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ''আমরা চাই না আমাদের উপকরণ দিয়ে তাদের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার) খাওয়ার যোগান দিতে। সেই সঙ্গে আমরাও তাদের অপেশাদার খসড়া লেখা ঠিক করার ভূমিকায় থাকতে চাই না।''

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হলিউডডের চলচ্চিত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এআই বয়স্ক শিল্পীদের মুখের বলিরেখা মুছে দিতে সহায়তা করছে, অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রকে বাস্তবের মতো করে তুলে ধরছে, এমনকি চিত্রনাট্য তৈরিতেও এআই-এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার চলছে।

এমন অবস্থায় চলচ্চিত্র জগতের সৃজনশীল এই পেশাটি কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দখলে চলে যাবে? সিডনি ইউনিভার্সিটির মোটুস ল্যাবের সহপ্রতিষ্ঠাতা মাইক সেমুর বলেন, একটা সময় ভাবা হয়েছিল যে যন্ত্র সৃজনশীল কাজ অন্তত মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। সেই বিশ্বাসে চিড় ধরলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিত্রনাট্যকারদের সহায়তা করতে পারে বলে মনে করেন তিনি। অন্তত কোন কিছুর শুরুর শূন্যতা কাটাতে প্রযুক্তি ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, ''আমি দাবি করছি না এআই অতি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে এবং 'সিটিজেন কেইন' তৈরি করে ফেলবে। কেননা এটা যথার্থও হবে না।''

তারপরও চলচ্চিত্রের কাহিনি রচয়িতাদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যেমন, চিত্রনাট্যকার ওয়ারেন লেইট মনে করেন এর ফলে সামনের দিনে প্রযোজনা সংস্থা চিত্রনাট্যকারদের প্রথম খসড়ার বদলে দ্বিতীয় খসড়া তৈরির জন্য ভাড়া করবে। যার কারণে তাদেরকে কম টাকা দেয়া হবে।

চিত্রনাট্যকারদের ইউনিয়নের প্রস্তাব চ্যাটজিপিটির মতো কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তৈরি করে দেয়া রচনাকে 'সাহিত্য উপকরণ' বা মূল উপকরণ' হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা যাবে না। অর্থাৎ, এই ধরনের লেখা যদি চিত্রনাট্যকারকে দেয়া হয় এজন্য তার মজুরি কমানো যাবে না। সেই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দক্ষ করে তোলার কাজে মানুষের রচিত বিদ্যমান চিত্রনাট্য ব্যবহার না করারও দাবি তুলেছেন তারা। কারণ এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে মেধাস্বত্ব চুরির দুয়ার খুলে যেতে পারে।

ডাব্লিউজিএ-এর প্রধান সমঝোতাকারী অ্যালেন স্টুটজম্যান বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে তাদের সদস্যরা 'নকল করার যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেন।

''কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের লেখকদের জায়গায় প্রতিস্থাপন করা উচিত হবে না। এই চেষ্টা না করার পেছনে আমাদের যৌক্তিক প্রস্তাব রয়েছে,'' বলেন তিনি।

পাঠকের চিঠি

বলি প্রথা

হিন্দুদের বহু পূজা পার্বণে বলি প্রথা রয়েছে। কিন্তু দেবতার কাছে নিরীহ পশুকে বলি দেওয়া দেওয়া কি সত্যিই প্রযোজন। আসল কথা হচ্ছে আমরা ঈশ্বরকে মনে করি ঘুষখোর অফিসার তাই গৃহপালিত পশু-পাঠা-মহিষ-হাঁস বলি দেই নিজের স্বার্থ আদায়ের জন্য। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এই নিরীহ পশু বলি। অনেক বলেছেন স্বপ্নে দেখেছেন কেউবা মানত করেছেন। আমার কথা হচ্ছে যদি কেউ স্বপ্নে দেখেন নিজের শরীরের একটি অঙ্গ কিংবা নিজের সন্তানকে বলি দিয়ে পূজা দিতে। কতজন ভক্ত পূজা দেবেন?এটা কখনোই কেউ স্বপ্নে দেখে না! বলি যদি দিতেই হয়, তাহলে নিজের অহংকার, ক্রোধ, হিংসাকে বলি দিন। নিরীহ পশুকে না। তাই সকলের কাছে বিনম্র অনুরোধ আসুন আমরা সবাই মিলে বলি প্রথা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলি । যেখানে আমাদের বলিদানের মধ্যে থাকবেনা,কোন নিরীহ পশুর রক্তের চিহ্ন । আগামী দূর্গাপূজা ও কালীপূজাতে যেন বলিদান না করা হয়,সেদিকে সবাই সতেচন হতে হবে।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্র পল্লী, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

অঙ্কিতা দত্তের এজাহার প্রসঙ্গে অসম পুলিশের নোটিশের তোয়াক্কা না করে দিশপুর থানায় অনুপস্থিত শ্রীনিবাস

গ্রেফতারের ওয়ারেন্টের অর্জি জানিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরিকল্পনা পুলিশের, গুয়াহাটি হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানি ৪ মে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম পুলিশের নোটিশের তোয়াক্কাই করলেন না যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস। অঙ্কিতা দত্তের এজাহার প্রসঙ্গে অসম পুলিশের নোটিশের তোয়াক্কা না করে নির্ধারিত দিনে দিশপুর থানায় উপস্থিত হলেন না তিনি। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাসের অগ্রিম জামিন আবেদন নাকচ করেছে ব্যাঙ্গালোর সেশন আদালত। ফলে এবার তাকে গ্রেফতারের জন্য ওয়ারেন্টের অনুমতির অর্জি জানিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরিকল্পনা অসম পুলিশের। অতি শীঘ্র ওয়ারেন্ট হাতে নিয়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসকে গ্রেফতার করার জন্য অসম পুলিশের অভিযান চলবে। এদিকে গুয়াহাটি হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানির দিন ৪ মে ধার্য করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গত ২৭ এপ্রিল অঙ্কিতা দত্তের এজাহার খারিজ এবং পুলিশের তদন্ত রদ করার শ্রীনিবাসের আর্জি নাকচ করে দিয়েছিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। তবে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের পর, ব্যাঙ্গালোর সেশন আদালত থেকেও রক্ষা পাননি যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস। অঙ্কিতা দত্তের এজাহারকে কেন্দ্র করে শ্রীনিবাসের অগ্রিম জামিন আবেদন গত ২৮ এপ্রিল নাকচ করে দিয়েছিল কর্নাটকের ব্যাঙ্গালোর সেশন আদালত। এর ফলে অসম পুলিশের দেওয়া নোটিশ অনুযায়ী ২ মে মঙ্গলবার দিশপুর থানায় উপস্থিত হওয়া শ্রীনিবাসের জন্য এক প্রকারের বাধ্যতামূল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এদিন তিনি দিশপুর থানায় উপস্থিত হননি।

মূলত ছয় মাস ধরে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করার অভিযোগ এনে শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে দিশপুর থানায় এজাহার দাখিল করেছিলেন কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত নেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। এরপর এই এজাহারকে কেন্দ্র করে পুলিশ তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি কর্নাটকে উপস্থিত হয়ে শ্রীনিবাসের বাড়ির গেটের দেয়ালে নোটিশ লাগিয়ে তাকে আগামী ২ মে মে দিশপুর থানায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এদিন তিনি দিশপুর থানায় অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে এবার তাকে গ্রেফতারের জন্য ওয়ারেন্টের অনুমতির অর্জি জানিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে অসম পুলিশের। অতি শীঘ্র ওয়ারেন্ট হাতে নিয়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসকে গ্রেফতার করার জন্য অসম পুলিশের অভিযান চলবে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য অঙ্কিতা দত্তের এজাহারকে কেন্দ্র করে জাতীয় মহিলা কমিশনার তরফে দাখিল করা অভিযোগ সংক্রান্তে এরই মধ্যে অসম পুলিশের সিআইডি দুইবার শ্রীনিবাসকে হাজির হওয়ার নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে তিনি দুইবারই সিআইডি কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

অঙ্কিতা দত্তের এজাহার খারিজ এবং পুলিশের তদন্ত রদ করার শ্রীনিবাসের আর্জি নাকচ করে পরবর্তী শুনানের দিন ২ মে ধার্য করেছিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। তবে এদিন সরকারি আইনজীবী উপস্থিত না থাকার ফলে এই শুনানির দিন পিছিয়ে ৪ মে ধার্য করা হয়েছে বলে জানালেন শ্রীনিবাসের পক্ষের উকিল কে এন চৌধুরী। গুয়াহাটি হাইকোর্টে মামলা অব্যাহত থাকার ফলে শ্রীনিবাসের দিশপুর থানায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজেনীয়তা নেই বলেও জানালেন তিনি।

যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভির প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসম বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন শ্রীনিবাস বর্তমান আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন হচ্ছে। তিনি এক্ষেত্রে নানা ধরনের আইনি পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান হবে। এর মাধ্যমে অবশেষে প্রকৃত দোষী ব্যক্তি শাস্তি পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

বিহুর চাঁদার নামে ব্যবসায়ীকে জোর জুলুম করার অপরাধে গ্রেপ্তার বীর লাচিত সেনার নেতা শৃঙ্খল চলিহা

আদালত থেকে জামিন লাভ, তবে আজ রাত থাকতে হচ্ছে কারাগারে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিহুর চাঁদার ক্ষেত্রে জোর জুলুম না করার জন্য ইতিমধ্যে বিহু উদযাপন সমিতি গুলোকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই পরামর্শের তোয়াক্কা না করে শিবসাগরে বিহুর চাঁদার নামে ব্যবসায়ীকে জোর জুলুম করার অপরাধে বীর লাচিত সেনার সাংগঠনিক সম্পাদক শৃঙ্খল চলিহাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডিজিপি জিপি সিং স্বয়ং টুইট করে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তবে পুলিশ গ্রেফতার করলেও আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেলেন শৃঙ্খল চলিহা। তবে জামিনের কাগজপত্র সময় মত জমা দিতে না পারায় আজকের রাত কারাগারে কাটাতে হবে তাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গত ২৮ এপ্রিল শিবসাগরের বি জি রোডের জনৈক ব্যবসায়ী অঙ্কুশ কেডিয়াকে বিহুর চাঁদার নামে জোর জুলুম করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল বীর লাচিত সেনার সাংগঠনিক সম্পাদক শৃঙ্খল চলিহার বিরুদ্ধে। তবে শুধুমাত্র জোর জুলুম নয়, বিহুর চাঁদা আছে তর্ক বিতর্কে ব্যবসায়ী অঙ্কুশ কেডিয়ার মুখে থুতু ফেলে দেন শৃঙ্খল চলিহা। এই ঘটনা জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশেষে শিবসাগর পুলিশ মঙ্গলবার শৃঙ্খল চলিহাকে গ্রেফতার করেছে। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন যাবত পুলিশের তরফে তাকে প্রায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তবে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে শৃঙ্খল চলিহাকে গ্রেফতার করেছে শিবসাগর পুলিশ। তবে পুলিশ শৃঙ্খল চলিহাকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করানোর পর তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে জামিনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার ফলে এদিন মুক্তি পাননি তিনি। ফলে তাকে আজ বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন রাত তাকে কারাগারে থাকতে হবে। এদিকে আদালত থেকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আদালত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া তার সংক্রান্তে ভুয়া খবর প্রচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এটা না করার জন্য সংবাদ মাধ্যমকে সতর্ক করে দিয়েছেন শৃঙ্খল চলিহা।

মুক্রোস গুলি চালানোর ঘটনা ঃ আগামী ৫ এবং ৬ মে অসম সরকারের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে মেঘালয়ের তদন্ত কমিটি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মেঘালয় সীমান্তবর্তী পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার মুক্রোস গ্রামে গুলি চালানোর কারণ ও পরিস্থিতি তদন্তের জন্য বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) টিনলিয়ানথাং ভাইফেইয়ের নেতৃত্বে গঠিত এক সদস্যের তদন্ত কমিশন অসমের পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) জিপি সিংহ এবং প্রধান বন সংরক্ষক (পিসিসিএফ)কে আগামী ৫ এবং ৬ মে তদন্ত কমিটির সম্মুখে গুলি চালানোর ঘটনা সম্পর্কে তাদের স্থিতি স্পষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত গত ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে মেঘালয়ের পাঁচজন এবং অসমের একজন বনরক্ষী কাঠ পাচারকারী অসম পুলিশ এবং বন সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন অসমের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) পিএন গোস্বামী। তিনি বলেন এটা কোনো জোর জবরদস্তি মূলক নির্দেশ নয়। তারা সেদিনের ঘটনার বিষয়ে শুধু নিজেদের স্পষ্ট করতে বলেছ। সেই হিসেবে ডিজিপি এবং পিসিসিএফ তাদের আইনী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের বিবৃতি দাখিল করবেন বলে মন্তব্য করেছেন পিএন গোস্বামী।

উল্লেখ্য এর আগে তদন্ত কমিটি অসমের ডিজিপি এবং পিসিসিএফকে গত ২৮ এপ্রিল তাদের সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে বিহু উদযাপনের ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার ফলে অসম ডিজিপি এই মামলার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জন্য তিন সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তদন্ত কমিশন অবশ্য অসমের ডিজিপি এবং পিসিসিএফকে তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়েছে। বিচারপতি ভাইফেই গত ২৯ এপ্রিল এক নির্দেশে বলেছিলেন প্রমাণের পরবর্তী রেকর্ডিং ৫ এবং ৬ মে অনুষ্ঠিত হবে। সে সময় অসমের ডিজিপি এবং পিসিসিএফকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য অসম এবং মেঘালয় উভয়ই মুক্রোসের উপর মালিকানা দাবি করে। তবে এক্ষেত্রে দু পক্ষের মধ্যে বিস্তর বাদ বিবাদ এবং বিতর্ক রয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিধানসভায় দাবি করেছিলেন যে মুক্রোসের অসমের অবিচ্ছেদ্য অংশ, মেঘালয়ের নয়। অন্যদিকে মেঘালয় সরকার গত ২৩ নভেম্বর মুক্রোসের ঘটনার তদন্তের জন্য বিচারপতি ভাইপেইয়ের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। সেই ঘটনায় রাজ্যের পাঁচজন সাধারণ নাগরিক এবং অসমের একজন বনরক্ষী সহ মোট ছয়জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

ইউরোপিয়ান বাইসনদের ফেরানোর চেষ্টা

ভেলশেনরো ঃ ইউরোপের সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী বাইসন। ইউরোপিয়ান বাইসনেরা দেখতে উত্তর অ্যামেরিকার বাইসনদের চেয়ে একটু ভিন্ন।

ইউরোপিয়ান বাইসনেরা একসময় বর্তমান সুইজারল্যান্ডের ভূমিতে চরে বেড়াতো। কিন্তু মধ্যযুগের পর আর তাদের দেখা যায়নি। তবে এবার বাইসনদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। সুইজারল্যান্ডের ভেলশেনরোর শহরের ইউরা পর্বতমালা এলাকার রেঞ্জার বেনইয়ামিন ব্রন্সার জানান, ''ইউরোপিয়ান বাইসনেরা বন্যপ্রাণী। আপনি যদি সামনে থেকে দেখেন, দেখবেন তাদের মাথা শরীরের মতোই সরু। অন্যদিকে উত্তর অ্যামেরিকার বাইসনদের সমতলে দেখা যায়। তারা একটু আকারে ছোট ও মোটা, কারণ সেখানে লম্বা আর সরু হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।''

ব্রন্সার একটি চিড়িয়াখানা থেকে ইউরোপিয়ান বাইসনদের সেখানে নিয়ে গেছেন। তাদেরকে ১০০ হেক্টরের একটি ঘেরের মধ্যে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা বনের মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মানুষের সঙ্গেও বাইসনদের অভ্যস্ত হতে হবে। পর্যটকরা ঘেরের ভেতর যেতে পারেন। তবে তারা বাইসনদের কাছে যেতে বা তাদের ছুঁয়ে দেখতে পারেন না। অন্তত ৫০ মিটার দূরে থাকতে হয়।

পাঁচ বছরের মধ্যে ঘেরের বেড়া তুলে দিয়ে বাইসনদের মুক্তভাবে চলাফেরা করতে দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি রেঞ্জার বেনইয়ামিন ব্রন্সার ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক অটো হলৎসগাঙের স্বপ্ন। হলৎসগাঙ বলেন, ''অতীতে সুইজারল্যান্ডে ইউরোপিয়ান বাইসনরা ছিল, কিন্তু মধ্যযুগের পর তাদের আর দেখা যায়নি। তারা বনের অংশ এবং তাদের ছাড়া বন পরিপূর্ণতা পায় না।''

তবে অনেকে তাদের মতো করে ভাবেন না। বরং এই পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কৃষক শঙ্কিত। যেমন এডগার কুপার অত্র এলাকায় আর কোনো বন্যপ্রাণী চান না। কৃষক এসোসিয়েশনের নেতা এডগার কুপার বলছেন, ''লাল হরিণ ফিরে আসছে, নেকড়েরা আছে - বন্য শুযোরেরাও অনেক ক্ষতি করে। আমাদের আর কোনো বন্যপ্রাণীর প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে এমন কোনো প্রাণী নয়, যাদের ইচ্ছে করে নিয়ে আসা হচ্ছে।''

কয়েক হাজার বছর ধরে বর্তমান সুইজারল্যান্ডের ভূমিতে ইউরোপিয়ান বাইসনেরা বাস করেছে। মানুষ তাদের না মারা পর্যন্ত তারা ছিল। তাই বাইসনদের কেন আবার বনে ফিরিয়ে আনা হবে না? কুপার বলেন, ''এখানে একসময় ডাইনোসররাও ছিল। আমরা কৃষকরা জানি, ঘাস খাওয়া পশুরা কেমন আচরণ করে। আমরা গরুর কথা জানি, তারা যেখানে সহজে পাওয়া যায়, সেখান থেকে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে। বাইসনেরাও তাই করার চেষ্টা করবে। তারা আমাদের শস্য খাবে। তারা আমাদের গবাদি পশুর খাওয়ার জিনিস খেয়ে ফেলবে।''

হলৎসগাঙ ও ব্রন্সার মনে করছেন তাদের নেয়া প্রকল্পের কারণে ইউরোপিয়ান বাইসনেরা টিকে থাকবে। কারণ ইনব্রিডিং বা আন্তর্জননের কারণে তারা হুমকির আশঙ্কায় আছে। তাই আরও ষাঁড় প্রয়োজন যারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অদলবদল করলে জেনেটিক রোগের ঝুঁকি কমতে পারে।

বাইসন রেঞ্জার ব্রন্সার বলেন, ''১০০ বছর আগে মাত্র ১২টি বাইসন ছিল যারা প্রজননে সক্ষম। বলতে পারেন অনেক বড় একটা সমস্যা। এরপর পোল্যান্ডে প্রজনন কর্মসূচি শুরু হয়। এর মাধ্যমে ষাঁড়কে প্রজননে জড়ানোর ফলে বাইসনের সংখ্যা আবার বাড়া শুরু করে।''

ইউরোপের সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীরা আবার ফিরে আসতে পারে। তাদের জন্য অনেক জায়গা আছে বলে মনে করছেন রেঞ্জার ব্রন্সার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কি তা হতে দিবে?

সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি

বীরভূমঃ বীরভূম জেলা বিজেপি তপশিলী মোর্চার পক্ষ থেকে কালিয়াগঞ্জে ছাত্রী মৃত্যু এবং বিজেপিকর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বুধবার সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করে । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, আন্দোলন সৎ শাসকদলের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য তাতেও শাসকদলের ঘুম না ভাঙ্গলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো । বহুদিন পর বিজেপির কর্মসূচিতে দেখা গেলো দাপুটে নেতা কালোসোনা মন্ডলকে । কালোসোনা প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, অনেকসময় ঘরে থাকলে মান অভিমান হয় পরে তা ভেঙ্গে যায় । বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, আমরা সবাইকে সম্মান জানাই । বিগতদিনেও আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি আগামী দিনেও করবো ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি

বীরভূমঃ গত তেইশে এপ্রিল সকালে সিউড়ি দুইনং ব্লকের বেহিরা কালিবাড়ির পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে একটি বেল গাছে এক হিন্দু সাধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । বিগত দশ বারোবছর ধরে তিনি এই মন্দিরেই থাকতো বলে জানায় স্থানীয় বাসিন্দারা । মৃতের নাম ভুবন মন্ডল ওরফে ভুবন মহারাজ । আদি বাড়ি পাঁচড়ার কাছে বড়োখুড়ি গ্রামে । সাধু মৃত্যু তদন্তের দাবিতে বুধবার সিউড়ি পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় দক্ষিণ বীরভূম জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা । পুলিশ সুপার অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করে । বিজেপি জেলা প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল বলেন, ১৯৫০ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যাজীকে হত্যা করা হয়েছিল । ভুবন মহারাজের মৃত্যু একদিন লঙ্কাকাণ্ড হবে । হনুমানজীর লঙ্কাকাণ্ড হবে সেই লঙ্কাকাণ্ড থেকে প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতারা কেউ বাঁচতে পারবে না । পুলিশ প্রশাসন সজাগ হোন । হিন্দু সমাজ সুযোগ দিয়েছে । আমরা যা বলি তাই করি রামমন্দির করবো ৩৭০ ধারা করবো সমস্ত কিন্তু করেছি । বৃহত্তর আঃেদালন করবো সেদিন দেখিয়ে দেবো হিন্দু সমাজ কি করতে পারে তাতে আমাদের উপর গুলি চললে চলবে । দক্ষিণ বীরভূম জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পাদক সরোজ সাই বলেন, প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার এক অমানবিক স্থিতি তৈরি করেছে হিন্দু সমাজের উপর ।

জাতিসংঘ তালেবান সম্পর্ক ঃ আফগানিস্তানে আছে, সম্মেলনে নেই

জেনেভা ঃ জাতিসংঘ আপাতত আফগানিস্তানে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। কাতারের দোহায় আফগানিস্তান নিয়ে দুই দিনের সম্মেলন শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়াসহ ২০টির বেশি দেশের প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে অংশ নেন। তালেবানের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রাখা উচিত তা নিয়ে তারা আলোচনা করেন। আফগানিস্তানকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে তালেবান। দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের প্রধান সুহেল শাহিন এক বিবৃতিতে বলেন, ''ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তান আইইএর প্রতিনিধি ছাড়া এ ধরনের সম্মেলন আয়োজন সফল হয় না, বরং অনেক সময় উলটো হতে পারে।'' তিনি বলেন, ''আমরা যে সম্মেলনের অংশ নই, সেই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কীভাবে গ্রহণযোগ্য বা বাস্তবায়িত হতে পারে? এটা বৈষম্যমূলক এবং অন্যায়।'' ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা আফগানিস্তানে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানে জাতিসংঘের নারী কর্মীদের কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তালেবান। তারপরও জাতিসংঘ সাধারণ আফগানদের ছেড়ে যাবে না বলে জানিয়েছেন গুতেরেস।

আফগানিস্তানের নারী বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী সিমা সমর মনে করেন তালেবানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ''শুরুতেই তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা স্পষ্ট বার্তা দেয়া উচিত ছিল যে, মানবাধিকার লঙ্ঘন গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা মেনে নেয়া হবে না।'' ওয়াশিংটনভিত্তিক আটলান্টিক কাউন্সিলের ফেলো এবং ক্যানাডা, ফ্রান্স ও ইইউতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করা ওমর সামাদ বলেন, ''লাখ লাখ দরিদ্র আফগান পরিবারের দুর্দশার কথা ভেবে আফগানিস্তানের উপর দেয়া নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনা করা উচিত।'' তালেবানের সঙ্গে এখন যে সম্পর্ক আছে তা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে কীভাবে আরো কার্যকরভাবে আগানো যায় সেই চেষ্টা করারও পরামর্শ দেন তিনি। এদিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তালেবান। কারণ সেটি হলে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে মনে করছে তারা। এই লক্ষ্যে সম্প্রতি তারা ইসলামিক স্টেটখোরাসানের নেতাকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে। ঐ সংস্থা ২০২১ সালের আগস্টে কাবুল বিমানবন্দরে হামলার জন্য দায়ী বলে জানিয়েছে তালেবান। ঐ হামলায় ১৩ মার্কিন সেনা ও প্রায় ১৭০ জন আফগান নাগরিক প্রাণ হারান।

সৌদি আরব যাওয়ায় লিওনেল মেসিকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে পিএসজি

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিনা অনুমতিতে সৌদি আরব ভ্রমণ করায় ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে দুই সপ্তাহের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করেছে তার ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেই। তাকে জরিমানাও করেছে পিএসজি। রবিবার নিজেদের মাঠেই লরিয়েনের কাছে পিএসজির পরাজয়ের পর সৌদি আরবে গিয়েছিলেন মেসি। ওই ম্যাচেও তিনি পুরো সময় খেলেছিলেন।

সাময়িক বরখাস্ত থাকার সময় পিএসজির হয়ে প্রশিক্ষণ বা খেলতে পারবেন না আর্জেন্টাইন ক্যাপ্টেন।

তবে বোঝা যাচ্ছে, ৩৫ বছর বয়সী এই ফুটবল তারকা বাণিজ্যিক কাজেই সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি নাকচ করা হয়। বর্তমানে সৌদি আরবের পর্যটন দূত হিসাবে কাজ করছেন লিওনেল মেসি। সেই চুক্তির আওতায় দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি সৌদি আরবে গিয়েছিলেন।

বিশ্বকাপ বিজয়ী এই ফুটবল তারকার সঙ্গে পিএসজির দু বছরের চুক্তি রয়েছে, যা এই গ্রীষ্মেই শেষ হয়ে যাবে।

বার্সেলোনার ভাইস প্রেসিডেন্ট রাফায়েল ইয়োস্তে গত মার্চ মাসে দাবি করেছিলেন যে, পুনরায় এই ক্লাবে ফিরে আসার ব্যাপারে মেসির সঙ্গে তাদের কথা হচ্ছে। পিএসজিতে যাওয়ার পর ৭১টি ম্যাচে ৩১টি গোল করেছেন মেসি এবং ৩৪ টি গোল দিতে সহায়তা করেছেন। গত মৌসুমে লিগ ওয়ান শিরোপাও জয় করেছিলেন।

গত ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ে আর্জেন্টাইন দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। নিষেধাজ্ঞার কারণে টোরিয়েস এবং আজাক্সোর বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলতে পারবেন না মেসি। বিবিসি স্পোর্টসের সিমন স্টোন বলছেন, পিএসজিতে মেসির ক্যারিয়ার শেষ হতে চলেছে। এটা পরিষ্কার যে, তারা আর মেসির চুক্তি নবায়ন করতে চায় না।

মেসির বরখাস্তের সময় শেষ হওয়ার পরে আরও তিনটি ম্যাচ থাকবে খেলার জন্য এবং লিগ ওয়ান শিরোপা ধরে রাখতে হলে অনেক কাজ করতে হবে। কিন্তু এটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পিএসজি তাদের সেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে মেসিকে আর রাখতে চাইছে না।

মেসির ওপর দেয়া এই শাস্তিতে অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে করে না পিএসজি। কারণ তারা মনে করে, তারা নিজেদের ক্লাবের একজন কর্মীকে শাস্তি দিচ্ছে, যার তখন কর্মস্থলে থাকার কথা, কিন্তু তিনি বহুদূর ভ্রমণে চলে গিয়েছেন। তিনি বলছেন, মেসির এই শাস্তির মাধ্যমে আসলে পিএসজি তার তরুণ খেলোয়াড়দের এই বার্তা দিতে চাইছে যে, তারা শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কোন রকম ছাড় দেবে না।

পিএসজিতে খারাপ সময় পার করছিলেন মেসি গত মাসের শুরুর দিকে সৌদি আরবের ক্লাব থেকে ৪০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব পেয়েছিলেন লিওনেল মেসি।

যা সাড়ে চার হাজার কোটি টাকারও বেশি। চলতি বছরের ৩০শে জুন মেসির সাথে পিএসজির চুক্তি শেষ হবে, তখন মেসি হবেন ফ্রি এজেন্ট, অর্থাৎ কোনও ক্লাব ট্রান্সফার ফি ছাড়াই মেসিকে দলে টানতে পারবে। এই শাস্তির আগেও পিএসজিতে একটা কঠিন সময় পার করছিলেন লিওনেল মেসি।

এপ্রিল মাসের শুরুতে খেলাধুলা বিষয়ক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই স্পোর্টসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, লিওনেল মেসি ও পিএসজির সম্পর্ক সামনে এগুবে না বলেই মনে হচ্ছে। পিএসজির স্টেডিয়াম পার্ক ডে প্রেন্সেসে লিওনেল মেসিকে উদ্দেশ্য করে বাঁশি বাজিয়েছে এবং দুয়ো দিয়েছিল ফরাসী ক্লাবটির সমর্থকরা, যেটা ভালোভাবে নেননি সাবেক ফুটবলাররা। মেসির সাবেক সতীর্থ ফরাসী ফুটবলার থিয়েরি ওঁরি মনে করেন, ফুটবলের ভালোবাসার জন্যই মেসির উচিৎ বার্সেলোনায় ফিরে যাওয়া। পার্কে যেটা হলো সেটা বিব্রতকর, আপনি আপনার সেরা ফুটবলারকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বাঁশি বাজাতে পারেন না, যে কি না ১৩টি গোল ও ১৩টি এসিস্টও করেছেন।

বিশ্বকাপ জয়ী একজন ফুটবলারের প্রতি এই আচরণকে 'অপমানজনক' বলছেন ওঁরি। ফ্রান্সের কিংবদন্তী এই ফরোয়ার্ড বলেন, তিনি মেসির ক্যারিয়ারের শেষ দিনগুলো তিনি ইউরোপে দেখতে চান, বিশেষত বার্সেলোনায়। ওঁরি ও মেসি বার্সেলোনায় একসাথে খেলেছেন, ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছিলেন। বার্সার জন্য মেসি যা করেছে এবং যেভাবে মেসি বার্সেলোনা ছেড়েছিল তা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি, বলেন ওঁরি।

শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে হওয়ার যে বোঝা বইছেন অর্জুন

কলকাতা ঃ গত মাসে শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকারের আলোচিত অভিষেকের পর তাকে নিয়ে বিস্তর বিশ্লেষণ হচ্ছে। ক্রিকেট অনুরাগীদের অনেকেই অর্জুনকে তার কিংবদন্তী বাবার সাথে তুলনা করা শুরু করে দিয়েছেন, অনেকেই যদিওবা অর্জুনের সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান।

বিবিসির সুরেশ মেনন লিখেছেন, কেন এ ধরনের তুলনা এই তরুণ পেস বোলারের প্রতি অন্যায়।

তিনি মনে করেন, খুব কম ক্রিকেটারই অর্জুন টেন্ডুলকারের মতো প্রচার পেয়েছেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে, এবং এটাই স্বাভাবিক, বিশেষত তার নামের কারণে।

বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার বলে বিবেচিত একজনের ছেলেকে একই ক্ষেত্রে মাঠে নামতে হলে আলাদাভাবেই সাহসী হতে হয়।

সংগীতজ্ঞ মোৎজার্টের দুই সন্তানই ছিলেন দুর্দান্ত পিয়ানিস্ট, একজন ছিলেন অনুবাদক এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আরেকজন ছিলেন কম্পোজার ও শিক্ষক। ভুল করলেও সে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের বিদ্রুপের শিকার হতে হয়নি এটা নিশ্চিত। অর্জুনের ভাগ্য এতোটা সুপ্রসন্ন নয়।

পাঞ্জাবের বিপক্ষে যেদিন এক ওভারে ৩১ রান হজম করলেন, সেদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকের প্রতিক্রিয়াতেই 'নেপোটিজম' মানে 'স্বজনপ্রীতি' শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে।

এর আগে যখন অর্জুন সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে দারুণ এক শেষ ওভার বল করেছিলেন, প্রতিপক্ষের ২০ রান প্রয়োজন ছিল আর তিনি দিয়েছিলেন মাত্র পাঁচ রান, তখন এতো কথা ওঠেনি।

রোমান রাজনীতিক মার্ক অ্যান্থনির বয়ানে ব্যাপারটা এমন, লোকে ভালোটাই ভুলে যায়, মনে রাখে যেটা কদর্য। অর্জুনের বয়স ২৩, বাহাতি এই মিডিয়াম পেস বোলারের বোলিংয়ে এমন কিছু নেই যা আলাদা করে নজর কাড়তে পারে। জাতীয় পর্যায়ে অর্জুন দেশের দ্রুতগতির বোলারদের একজনও নন।

আনরিখ নরকিয়া বা জফরা আর্চারের ধারেকাছেও নেই তার গতি, গড়ে ১৩০ কিলোমিটার গতিতে বল করে ব্যাটারদের খুব বিপদে ফেলতে পারেন এমন নয়।

কিন্তু তারপরেও তাকে নিজের মতো করে এবং তার নিজের সময় মত গড়ে ওঠার জায়গা দেয়া উচিত, এটুকু তিনি পেতেই পারেন।

অর্জুনের বাবা শচীন টেন্ডুলকার দেশের হয়ে ১৬ বছর বয়সেই খেলা শুরু করেছিলেন, এবং ১৯ বছর

বয়সেই বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন।

শচীন টেন্ডুলকার যেদিন খেলা ছেড়ে দেন, ততদিনে তিনি বিশ্বের যে কোনও ক্রিকেটারের চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন, বেশি রান তুলেছেন এবং সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরিও ঝুলিতে তুলেছেন। একজন কিংবদন্তির সে অর্জনকে ছোঁয়া প্রায় অসম্ভব।

মনে রাখা দরকার, ডন ব্র্যাডম্যানের ছেলে নিজের নাম পরিবর্তন করে নিজেকে ব্র্যাডসেন নামে পরিচয় দিয়েছেন বহু বছর, তিনি এমনকি ক্রিকেটারও ছিলেননা কখনো।

বাবার পথে পা দেয়া একই সাথে আশীর্বাদ এবং অভিশাপ।

বাবার পরিচয় শুরুর দরজাটা খুলে দেয় ঠিকই, কিন্তু এরপরই তরুণের মাথায় চাপে প্রত্যাশার ভার, অর্জুন টেন্ডুলকার এখানে ব্যতিক্রম কেউ নন। তবে অর্জুনের ক্যারিয়ারের শুরুটা বেশ নাটকীয় ছিল, গেল ডিসেম্বরে গোয়ার হয়ে নিজের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারের শুরুটা তিনি করেছিলেন সেঞ্চুরি দিয়ে।

প্রায় দুই বছর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বেঞ্চে বসে থাকার পরে এই বছরের আইপিএলে প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পান অর্জুন, প্রথম ওভারেই একটি উইকেট পাওয়ার সুযোগও তৈরি করেছিলেন।

অর্জুন জানেন তার প্রতিটি সাফল্য মিডিয়ায় নতুন করে হাইপ তৈরি করবে এবং প্রতিটি ব্যর্থতাকেই অতিরঞ্জিত করা হবে।

প্রত্যেক বাবাই চান তার ছেলে তাকে ছাড়িয়ে যাক, তার চেয়ে ভালো করুক, কিন্তু খেলাধূলার ক্ষেত্রে সেটি খুব কম ছেলেই পারেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান হিসেবে পরিচিত জর্জ হেডলির ছেলে রন হেডলি দুটি টেস্ট খেলেছিলেন।

কিন্তু তিনি বেশিরভাগ সময় খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের হয়ে, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন তার ছেলে ডিন এবং দেশের হয়ে ১৫টি টেস্ট খেলেছিলেন। হেডলি উপাধি নিয়ে দুই প্রজন্ম ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়া কঠিনই হয়েছিল।

ভারতে পতৌদির নবাব ইফতিখার আলি খান ইংল্যান্ড এবং ভারত দুই দলের হয়েই ক্রিকেট খেলেছিলেন। তার ছেলে মনসুর আলি খানকে মনে করা হয় ইতিহাসের সেরা অধিনায়কদের একজন।

সুরেশ মেনন একবার মনসুর আলি খান পতৌদিকে তার বাবার সাথে তুলনা করেছিলেন, জবাবে তিনি বলেছিলেন, বাবা হয়তো ভালো ব্যাটসম্যান ছিলেন, কিন্তু আমি ভালো ফিল্ডার।

এরপর আসেন অমরনাথদের কথায় লালা অমরনাথ এবং তার দুই ছেলে সুরিন্দার ও মহিন্দার।

বাবা ও দুই ছেলেই, ভারতের হয়ে খেলেছিলেন, তবে অমরনাথদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম করেছিলেন মহিন্দারই।

ইতিহাসের দ্রুততম ফাস্ট বোলার, ইমরান খান, ম্যালকম মার্শাল, মাইকেল হোল্ডিং, অ্যান্ডি রবার্টস ও জোয়েল গার্নারদের বিপক্ষে ব্যাট হাতে মহিন্দার এক মৌসুমে ১১ টেস্টে ১১৮২ রান তুলেছিলেন।

সে সময় ৬২ গড়ে পাঁচটি শতক ও সাতটি অর্ধশতক হাঁকান তিনি।

তার বাবা কখনোই এতো ভালো ব্যাটসম্যান ছিলেন না, তবে তিনি দারুণ অলরাউন্ডার ছিলেন।

এই নামের ভারে পড়েছিলেন সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কারও। সুনীল গাভাস্কার একাই প্রায় দেড় দশক ধরে ভারতের ব্যাটিং লাইন আপের ভার বয়েছেন।

রোহান গাভাস্কারও ভারতের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন, খেলতে পেরেছেন মাত্র ১১টি ওয়ানডে।

সাম্প্রতিক সময়ে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে এসেছেন ত্যাগনারায়ন চন্দরপল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার শিভনারায়ন চন্দরপলের ছেলে।

শিভনারায়ন খেলেছিলেন ১৬৪ টেস্ট, রান তুলেছিলেন প্রায় ১২ হাজার। ছেলে ত্যাগনারায়নের মাত্র শুরু, ছয় টেস্টে ইতোমধ্যে একটি ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি।

গায়ানায় বাপ বেটা দুজন এক দলের হয়েও খেলেছেন, ছেলে অভিষেক ম্যাচে তুলেছিলেন ৪২ এবং ২৯, বাবা সেই ম্যাচে করেছিলেন ৮ এবং ১০৮।

সম্প্রতি ২৬ বছর বয়সী ত্যাগনারায়ান এক সাক্ষাতকারে যেন সব বিখ্যাত বাবাদের সন্তানদের প্রতিনিধিত্ব করে বলেছিলেন, আমি ও আমার বাবা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। আমি যা পারি তাই করবো, আমি চেষ্টা করবো নিজের মতো হওয়ার, আমি তার মতো হতে পারবো না।

অর্জুন টেন্ডুলকার কেবল তাই করতে পারবেন যা তার সামর্থ্যে রয়েছে, তার বেশি কিছু চাওয়াটা হবে ভক্তদের বোকামি এবং তার প্রতি অন্যায্য আচরণ।

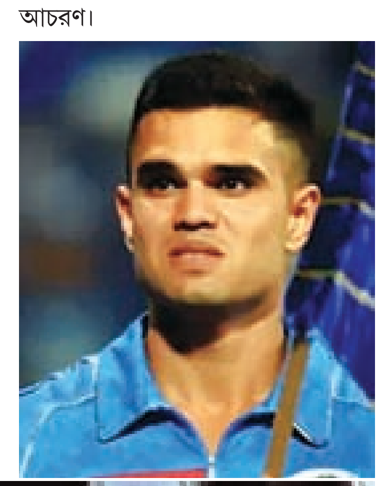

জাপানে যৌন তৃপ্তির জন্য গোপনে ছবি তোলা বন্ধে কড়া আইন

টোকিও ঃ জাপানে যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে গোপনে কারোর শরীরের ফটো বা ভিডিও ছবি তোলা আইনত নিষিদ্ধ করে প্রথমবারের মত আইন চালু হচ্ছে। এই আইন আনা হচ্ছে অপরের যৌনক্রিয়া বা যৌনাঙ্গ দেখে যৌন তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে যারা আপস্কার্টিং বা স্কার্টের নিচ থেকে গোপনে নারী অঙ্গের ছবি তোলে বা যৌনক্রিয়াার ভিডিও গোপনে রেকর্ড করে ‑ তাদের বিরুদ্ধে।

জাপনে বর্তমানে এধরনের অপরাধের বিচার করা হয় দেশটির স্থানীয় প্রশাসনিক আইনের অধীনে এলাকাভেদে যা ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয়ে থাকে।

জাপানে যৌন অপরাধের জন্য আইনে যে ব্যাপক সংস্কার আনা হচ্ছে নতুন এই আইন তারই অংশ। নতুন আইনের অধীনে ধর্ষণের সংজ্ঞাও আরও ব্যাপক করা হবে।

বিনা অনুমতিতে কারোর যৌনাঙ্গের ছবি তোলা, সেই ছবি বিতরণ করা এবং অথবা সেই ছবি কারোর কাছে রাখা এই আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কাউকে কোনরকম যৌন উত্তেজক অবস্থায় পোজ দিতে বাধ্য করে গোপনে তার সেই অবস্থার ছবি তোলাও এই আইনে অপরাধ বলে গণ্য হবে।

যৌন উদ্দীপনায় 'শিশু মডেল' ব্যবহার এই আইনে, বিশেষ করে, শিশুদের নিয়ে কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া যৌনতা সম্পর্কিত কোন ফিল্ম তোলাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জাপানে শিশু মডেল ‑ যাদের বেশিরভাগই কন্যা শিশু ‑ তাদের ব্যবহার করে যৌন উত্তেজক ছবি নিয়মিত তোলা হয়ে থাকে। যেমন এদের কাউকে অন্তর্বাস পরে বা সাঁতারের স্বল্পবাস পরে ছবির জন্য পোজ দিতে বলা হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কখনও কখনও অ্যাথলেটদের খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত আটোসাঁটো বা খাটো পোশাক বা স্বল্পবাস পরা ছবিও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য বা অন্য দুস্কর্মের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

নতুন আইনে অপরাধীর তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে বা তাকে ৩০ লাখ পর্যন্ত জাপানি মুদ্রা ইয়েন (২২ হাজার ডলার) জরিমানা করা হবে।

এবছর জুনে নতুন এই বিল সংসদে পাশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাপানে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে এধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কড়া আইন আনার জন্য জনগণের দাবি ক্রমশ বাড়ার পর আইনে এই সংস্কার আনাা হচ্ছে।

জাপানের পুলিশ ২০২১ সালে গোপনে এধরনের ছবি তোলার জন্য পাঁচ হাজারের বেশি লোককে গ্রেপ্তার করেছে ‑ যা জাপানে এধরনের অপরাধে রেকর্ড সংখ্যক গ্রেপ্তার এবং ২০১০ সালের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বেশি।

জাপানে জাতীয় বিমান চলাচল সেবাখাতের ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত এক জরিপে বিমান সেবিকাদের প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজন জানিয়েছেন যে গোপনে তাদের শরীরের ছবি তোলা হয়েছে। মার্চ মাসে এই জরিপের ফল প্রকাশিত হয়েছে।

ইতোমধ্যেই, জাপানে বেশিরভাগ সেলফোন প্রস্তুতকারক তাদের ফোনে ছবি তোলার বোতাম এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে শাটার চাপলেই তা আওয়াজ করবে ‑ যাতে গোপনে কারোর ছবি তোলা না যায়।

অপরের যৌনক্রিয়া বা যৌনাঙ্গ দেখে যৌন তৃপ্তিলাভের জন্য গোপনে তোলা ছবির বিরুদ্ধে এশিয়ার বেশ কিছু দেশে আইন চালু আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ সব ক্ষেত্রে হয় না।

দক্ষিণ কোরিয়ায়, গোপনে যৌন উদ্দীপক ছবি তোলার বিরুদ্ধে সাজার বিধান এক কোটি ওয়ন (৭,৫০০ ডলার) জরিমানা অথবা সর্ব্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

তবে কোরিয়ার মহিলা আইনজীবী সমিতি বলছে ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এধরনের গোপনে ছবি তোলার যে ২০০০টি মামলা শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিল, সেগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশের জেল হয়েছে।

সিঙ্গাপুরে যৌন তৃপ্তি বা যৌন উত্তেজনার জন্য গোপনে ছবি তোলার দায়ে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হলে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা, বেত্রাঘাত বা সবগুলো সাজা একত্রে দেবারও বিধান রয়েছে। দেশটিতে এই উদ্দেশ্যে ১৪ বছরের কম বয়সী কারোর শরীরের ছবি তুললে বাধ্যতামূলক কারাদণ্ডের আইন প্রয়োগের বিধান রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে জরিমানা ও বেত্রাঘাত।

জাপানে ২০১৯ সালে ধর্ষণের অপরাধে অভিযুক্ত বেশ কিছু ব্যক্তিকে খালাস দেওয়ার পর গণ অসন্তোষের মুখে যৌন অপরাধের বিরুদ্ধে আইন কঠোর করতে দেশটির দণ্ডবিধিতে বেশ কিছু সংস্কার আনার বিষয় পর্যালোচনা করা হচ্ছিল।

এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে, জাপানের বিচার মন্ত্রণালয়ের একটি প্যানেল এধরনের ছবি তোলার ক্ষেত্রে অনুমতি দানের বয়স ১৩ থেকে বাড়িয়ে ১৬ করার প্রস্তাব দেয়। ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করার সময়সীমাও ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৫ বছর করা প্রস্তাব করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে নাবালিকাদের যৌন কাজে সম্পৃক্ত করার বিষয়টিকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার কথা এবং ধর্ষণের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক করার কথাও বলা হয়েছে।

ঢাকা থেকে সরেনি কুমিল্লা সিলেটের বাস কাউন্টার

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঢাকার ভেতরে মে মাস থেকে কুমিল্লা এবং সিলেট গামী বাসের কাউন্টার থাকবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিল ঢাকার সিটি কর্পোরেশন। কিন্তু অনেক বাসই এখনো রাস্তায় কাউন্টার বসিয়ে যাত্রী ওঠানামা করাচ্ছে।

দোসরা মের পর থেকে এসব বাসের কাউন্টার শুধুমাত্র বাস টার্মিনালের ভেতরে থাকার কথা।

কিন্তু মঙ্গলবার ঢাকার বিভিন্ন বাস কাউন্টারগুলো ঘুরে সেই ঘোষণার কোন বাস্তবায়ন দেখা যায়নি।

পরিবহন কোম্পানিগুলো এজন্য টার্মিনালে পর্যাপ্ত জায়গা নেই বলে দাবি করছেন। তবে পরিবহন বিশেষজ্ঞরা দায়ী করছেন মালিকদের এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকে।

বাস মালিক ও শ্রমিক সমিতির সঙ্গে পহেলা মার্চ একটি বৈঠকের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ঘোষণা দিয়েছিলেন, দোসরা মে থেকে সায়েদাবাদ টার্মিনালের ভেতর থেকে কুমিল্লা ও সিলেটগামী বাস ছাড়তে হবে, ঢাকার ভেতর আর এসব বাসের কোন কাউন্টার থাকবে না। কর্তৃপক্ষ বলছে, কেন দোসরা মের মধ্যে ওই ঘোষণা কার্যকর হলো না, শীঘ্রই একটি বৈঠকে সেটা পর্যালোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ঢাকার আরামবাগে কুমিল্লাগামী একটি পরিবহন লাল সবুজের কাউন্টারে কথা হচ্ছিল ম্যানেজার শাকিল হোসেনের সঙ্গে।

মি. হোসেন বলছেন, 'পহেলা মের মধ্যে টার্মিনালে চলে যেতে হবে, এরকম একটা কথা শুনেছি। কিন্তু আমাদের কাছে এখনো কোন নির্দেশনা আসেনি। আমাদের কাউন্টারগুলো আগের জায়গাতেই আছে।'

দুপুরে যখন তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই সময়েই একটি লাল সবুজ পরিবহনের বাস এসে থামল কাউন্টারের সামনে। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে কয়েকজন বেরিয়ে বাসে উঠে গেলেন।

একটু সামনে এগিয়ে কমলাপুরের মোড়ে দেখা গেল লাল সবুজ, এশিয়া এয়ারকনের কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারা যাত্রীদের বাসে ওঠার জন্য ডাকছেন। ফুটপাতেই ছোট কাউন্টারে টিকিট বিক্রি হচ্ছে।

এশিয়া পরিবহনের একজন কর্মী পারভেজ জানালেন, তারা এভাবে ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রীদের তোলেন। তাদের কোন বাসই কোন টার্মিনালের ভেতর থেকে ছাড়ে না।

একই চিত্র দেখা গেল সিলেটগামী এনা, ইউনিট বাসের ক্ষেত্রেও। ঢাকার আরামবাগ, মহাখালী, সায়দাবাদের রাস্তার ওপর থেকেই টিকেট বিক্রি হচ্ছে, যাত্রীদের বাসে তোলা হচ্ছে বা নামিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ইউনিক পরিবহনের একজন ম্যানেজার মোঃ সাইফুল ইসলাম জানালেন, তাদের সবগুলো কাউন্টারই টার্মিনালের বাইরে। ফকিরাপুল, মুগদা, কদমতলী, যাত্রাবাড়ী ইত্যাদিতে কাউন্টার আছে। এসব জায়গা থেকেও যাত্রীরা ওঠানামা করতে পারেন।

পহেলা মে'র মধ্যে কাউন্টারগুলো টার্মিনালের ভেতর নিয়ে যেতে হবে, সেখান থেকেই বাস ছাড়তে হবে, এমন কিছু তার জানা নেই বলে তিনি জানালেন।

সেখানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল আল আমিন নামের একজন যাত্রীর সঙ্গে। তিনি কুমিল্লা যাওয়ার জন্য ব্যাগ, মালামাল নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'এখান থেকে বাসগুলো যাত্রী তোলে, তাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। টার্মিনালের ভেতরে তাদের কাউন্টার থাকলে সেখানেই যেতাম। বরং এভাবে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ওঠার চেয়ে ভেতরে ওঠাই তো ভালো,'' তিনি বলছেন।

এরকম কাউন্টার রয়েছে মহাখালী, ফকিরাপুল, মালিবাগ, রামপুরা, পান্থপথেও। 'বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশনের' আওতায় গত পহেলা মার্চ মালিক শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতাদের সঙ্গে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, দোসরা মের মধ্যে প্রথমে কুমিল্লা এবং সিলেটের বাসগুলোর কাউন্টার সায়দাবাদ বা মহাখালী টার্মিনালের ভেতর নিয়ে যাওয়া হবে। সামনের বছর কাঁচপুরের আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল তৈরি হয়ে যাওয়ার পর চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লার সব বাস সেখানে চলে যেতে হবে। ঢাকার ভেতরে এসব এলাকার বাস কাউন্টার থাকবে না।

বাস মালিক ও কর্মীদের দাবি, তাদের টার্মিনালের ভেতর যেতে আপত্তি না থাকলেও সেখানে জায়গার সীমাবদ্ধতার কারণে তারা যেতে পারছেন না।

মহাখালী বাস টার্মিনালে বসে কথা বলছিলাম সায়দাবাদ আন্তঃজেলা ও নগর বাস টার্মিনাল মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর মান্নানের সঙ্গে।

'আমাদের এই টার্মিনালে এখন ৮০০ বাস থাকে। টার্মিনালে সংস্কারের যেসব কাজ করা হচ্ছে, তাতে হয়তো আর দুইশো আড়াইশো বাসের জায়গা হতে হবে। কিন্তু কুমিল্লা আর সিলেট রুটে সব মিলিয়ে বাস চলে সাতশোর বেশি। এতো বাসের তো এই টার্মিনালে জায়গা নেই,'' বলছেন মি. রহমান।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের এতো অবনতির কারণ কী

ঢাকা ঃ সারাবিশ্বের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা প্যারিসভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের (আরএসএফ) করা বার্ষিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানে গত ছয় বছরে ক্রমেই অবনতি হতে দেখা যাচ্ছে। অবনতির এই ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০১৬ সাল থেকে এক ধাপ, দুই ধাপ করে পেছালেও সবশেষ ২০২২ সালের হিসেবে এক লাফে ১০ ধাপ পিছিয়েছে। এই নিম্নগামিতার কারণ হিসেবে সংবাদমাধ্যমগুলো সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে 'বিভিন্ন আইনের অপপ্রয়োগ' এবং 'সরকারের ভিন্নমত দমনের নানা প্রচেষ্টাকে' দায়ী করছেন।

তবে আরএসএফ এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থানের অবনমনকে 'আপত্তিকর' ও 'বিদ্বেষপ্রসূত' বলে মন্তব্য করেছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

গত বছরের ৫ই মে সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, প্যারিসের এই সংগঠনটি বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিয়ে অসত্য, ভুল ও মনগড়া রিপোর্ট করে।

এ বছর ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ।

কোন দেশ গণতান্ত্রিকভাবে কতটুকু শক্তিশালী, সেটি পরিমাপে যেসব নির্দেশক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচক।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের করা এই সূচকে ২০২২ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১৬২তম স্থানে, যা ২০২১ সালে ছিল ১৫২তম।

অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ১০ ধাপ পিছিয়ে গেছে বাংলাদেশের অবস্থান।

বাংলাদেশের অবস্থান ২০২০ সালের সূচকে ছিল ১৫১তম। এর আগে ২০১৯ সালে ১৫০তম, ২০১৮ ও ২০১৭ সালে ১৪৬তম, ২০১৬ সালে ১৪৪তম, ২০১৫ ও ২০১৪ সালে ১৪৬তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ।

অর্থাৎ, শেষ ছয় বছরে বাংলাদেশের অবস্থান দু চার ধাপ করে অবনতি হলেও ২০২২ এর হিসেবে তা এক ধাক্কায় ১০ ধাপ নেমে যেতে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে, তার ভিত্তিতে ২০০২ সাল থেকে আরএসএফ এই সূচক প্রকাশ করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে এই সূচকে বাংলাদেশ আছে।

আরএসএফের প্রতিবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হল অতি সংকটজনক, অসুবিধাজনক, সমস্যামূলক, সন্তোষজনক ও ভালো। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আছে অতি সংকটজনক পরিস্থিতিতে।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরএসএফ তাদের প্রতিবেদনে জানায়, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা ও কর্মী সমর্থকরা প্রায়ই সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন। তাদের সংবাদ প্রকাশ ঠেকাতে মামলা দায়েরসহ নানাভাবে হয়রানি করা হয়।

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকের ওপর এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের কঠিন সমালোচনা করেছে সংস্থাটি।

এদিকে, নির্বাচনের সময় যতো এগিয়ে আসবে, এই পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে বলে মনে করেন আর্টিকেল নাইনটিনের এশীয় আঞ্চলিক পরিচালক ফারুক ফয়সাল।

নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হয়। তাহলে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা সেটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। তখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে আরও অবনতি হবে।

তবে বাংলাদেশের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, আদালত অবমাননা, মানহানি, অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা।

সাংবাদিকতায় ভিন্নমত দমনে সরকার আইনি কাঠামোয় বড় ধরণের পরিবর্তন এনেছে বলে জানান ডেইলি স্টারের সম্পাদক এবং সম্পাদক পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজ আনাম।

তিনি জানান, বাংলাদেশে বর্তমানে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে নয়টি আইন প্রয়োগ হচ্ছে তার সবশেষ সংস্করণ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। আরও চারটি আইন খসড়া পর্যায়ে আছে। আরও নতুন নতুন আইন প্রণয়নে তোড়জোড় চলছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অহরহ এসব আইনের অপব্যবহার হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে দুর্নীতি, চুরি, পাচার, মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধেও এতো আইন নেই, যতোটা সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে রয়েছে।

মি. আনামের বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশে যতো আইন হয়েছে এর বেশিরভাগ ১৮৬০ সালের ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন দ্বারা প্রভাবিত বলে তিনি মনে করেন।

আইনটির ১২৪ এর 'ক' ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কথায়, লিখে, কোন চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাকে যাবজ্জীবন বা এর কম মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।

এ ব্যাপারে মি আনাম বলেন, এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে ১৬৩ বছর আগে, ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলের। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রায় সব দেশ এই আইন অনেক আগেই বাতিল করেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও পাকিস্তানে লাহোর হাইকোর্ট এই আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল ঘোষণা করেছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশে এই আইন বা এর দ্বারা প্রভাবিত আইন প্রবলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলেও সেটার কোন প্রতিফলন মুক্ত গণমাধ্যম চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এসব মামলা দায়েরের কারণ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়শই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের কথা বলা হয়।

কিন্তু আইনে ভাবমূর্তি, চেতনা ইত্যাদির স্পষ্ট কোন সংজ্ঞায়ন বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এতে একই কথার অনেক অর্থ দাঁড় করানো যায় ফলে যে কেউ ইচ্ছামতো মামলা করে সাংবাদিকদের কোণঠাসা করতে পারে বলে মনে করেন মাহফুজ আনাম।

ভাবমূর্তি, চেতনার মতো বিমূর্ত ধারণা অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানান ফারুক ফয়সাল।

বড় খড়গ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে 'সবচেয়ে বড় খড়গ' বলছেন তথ্য ও মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন আর্টিকেল নাইনটিনের এশীয় আঞ্চলিক পরিচালক ফারুক ফয়সাল। ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে আইনটি প্রণয়নের সময় সরকারের একাধিক মন্ত্রী বলেছিলেন, ডিজিটাল মাধ্যমে অপরাধ দমন করত বিশেষ করে গুজব ও মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করতেই এই আইন করা হয়েছে। এটি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কোন আইন নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় উল্টো চিত্র। আর্টিকেল নাইনটিনের তথ্যমতে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের জেরে গত বছরের প্রথম ১১ মাসে ৬০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের হয়। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে ১৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়।

আবার সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৬ মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৮৯০টি মামলা হয়। এরমধ্যে, সর্বোচ্চ ১৩.৬৮ মামলা হয়েছে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করে, ক্ষমতাসীন কোনও সংগঠনের নেতা কর্মী সমর্থক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল।

এ নিয়ে ফারুক ফয়সাল বলেন, সাংবাদিকদের মেরে যদি ছাদ থেকে ফেলা দেয়া হয়, রাতের বেলা সাদা পোশাকে তুলে নিয়ে যায়, ২০ ঘণ্টা খবর থাকে না। তখন সেই দেশের সাংবাদিকতার নিরাপত্তা তো প্রশ্নের মুখে পড়বেই। এভাবে তো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে উন্নতি হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সবচেয়ে উদ্বেগের দিক হল, ডিজিটাল মাধ্যমে কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী নেওয়া যায় এবং আইনটির বেশির ভাগ ধারা জামিন অযোগ্য।

অর্থাৎ কোন সাংবাদিক অভিযুক্ত হলে তাকে কারাগারে থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হয়। এই আইনের মাধ্যমে একধরনের ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে যার কারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রশ্নে বাংলাদেশ এক অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে বলে মনে করেন মি. ফয়সাল। তার মতে, আইনের অনেক ধারা বেশ অস্পষ্ট। একজনের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ উঠলে, ওই ব্যক্তি ছাড়া আরও ১৪ জন মামলা ঠুকে দেয়। এই প্রবণতা চলতে থাকলে আগামী দিনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আরও অবনতি ঘটবে এবং এ স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

গণমাধ্যমের প্রতি 'শত্রুসুলভ' দৃষ্টিভঙ্গি

সরকারের সার্বক্ষণিক মনে হয় সাংবাদিকরা সব সময় দেশ, সরকার ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে। সরকারকে গণমাধ্যমের প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে ‑ বলছেন ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম। সরকার যদি ধরেই নেয় সমালোচনা মানে বিরোধিতা, তাহলে এগোনোর পথ নেই ‑ বলেন তিনি।

বরং তিনি মনে করেন বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহায়তা করছে। সরকারের গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো নজরে আনলে অনেক খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারতো বলে তিনি মনে করেন।

সরকার সব ধরণের ভিন্নমতকে শত্রু মনে করে বলে জানান আর্টিকেল নাইন্টিনের এশীয় আঞ্চলিক পরিচালক ফারুক ফয়সাল।

তিনি বলেন, গণমাধ্যম ভিন্নমত পোষণ করলেই তাদের ওপর খড়গ নেমে আসে। সাংবাদিকদের ওপর কারা আক্রমণ করছে এটি খেয়াল করলে দেখা যাবে এরা হয় সরকারদলীয় কর্মী, সমর্থক, নাহলে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল। তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন না হলে এমন পরিস্থিতি চলতেই থাকবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের এই নিম্নগামিতা বন্ধ করতে সরকারের ভিন্নমত সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং সরকারকে বিবেচক হয়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

মি. ফয়সাল বলছেন ‑ কারণ কোন সরকার দেশের মালিকানায় থাকে না বরং তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। আবার বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সংগঠন রাজনৈতিক ধারায় বিভক্ত হয়ে মূলধারার জনপ্রিয় গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে লেগেছে বলে তিনি মনে করেন।

এদিকে প্রেস কাউন্সিলের কাজ স্বাধীন সাংবাদিকতাকে সহায়তা করা। কিন্তু সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কোন আলোচনা নতুন আইন প্রণয়ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন মাহফুজ আনাম। তিনি বলেন, এই গোপনীয়তা কেন? আমি নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে খসড়াটি দেখানোর কথা বলেছি। কিন্তু পাইনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:05:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ভারতে হাজার হাজার নারী 'ইসলামিক স্টেটে যোগদানের' গল্প নিয়ে সিনেমা, বিতর্ক তুঙ্গে

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ভারতে 'দ্য কেরালা স্টোরি' নামে মুক্তি পেতে চলা একটি সিনেমার ট্রেলারে দেখানো হয়েছে যে কেরালা রাজ্যের ৩২ হাজার নারীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে তাদের তথাকথিত ইসলামিক স্টেট জঙ্গি গোষ্ঠীতে পাঠানো হয়েছে।

ট্রেলারটির সঙ্গে ইউটিউবে যে ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে, তাতে দাবি করা হয়েছে, 'দ্য কেরালা স্টোরি' এক হাড় হিম করা যে সত্য কাহিনী,যা এর আগে কখনও বলা হয়নি।

কেরালার কমবয়সী তিন নারীর সত্য ঘটনা অবলম্বনে ওই সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে এটাও লেখা হয়েছে যে হাজার হাজার নির্দোষ নারীকে পরিকল্পনা করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাদের কট্টরপন্থী করে তুলে জীবন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

ছবিটি হিন্দু, তামিল, তেলুগু এবং মালয়ালাম ভাষায় মুক্তি পাবে ৫ই মে।

ট্রেলারটি প্রকাশের পরে তার কাহিনী নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মঙ্গলবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সিনেমায় বর্ণিত কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহলে তা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত শঙ্কার।

কেরালার মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দল সিপিআইএম বলছে 'দ্য কেরালা স্টোরি' আসলে ধর্মান্তরকরণ, লাভ জিহাদ ইত্যাদি নিয়ে আরএসএস যে মিথ্যা ভাষ্য প্রচার করে, এই সিনেমায় সেটাকেই দেখানো হয়েছে।

অন্যদিকে বিজেপি বলছে, সংখ্যাটা ৩২ হাজার না ১০ হাজার, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু কেরালা থেকে যে শত শত নারীকে ধর্মান্তরিত করে আইএস জঙ্গি হিসাবে পাঠানো হয়েছে, সেটা সত্যি।

ইউটিউবে আপলোড করার পরে 'দ্য কেরালা স্টোরি'র ট্রেলারটি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এক কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ দেখেছেন এবং সেখানে কমেন্ট পড়েছে প্রায় এক লাখ।

এর বাইরে টুইটার, ফেসবুকেও ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে এই সিনেমা নিয়ে।

এই চলচ্চিত্রটি বহু সত্য ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে ¯ এ লেখা দিয়ে ট্রেলারটি শুরু হয়েছে।

সিনেমোর গল্পে বলা হয়েছে, কেরালার একটি গ্রামের এক হিন্দু কলেজ ছাত্রী শালিনী উন্নিকৃষ্ণানকে রীতিমতো টার্গেট করে এক মুসলমান সহপাঠিনী, যার যোগাযোগ আছে 'মৌলবাদীদের' সঙ্গে।

তাদের পরিকল্পনায় ওই ছাত্রী এবং এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের বিয়ে হয়, এবং তারপরে ওই ছাত্রীটিকে মৌলবাদে দীক্ষিত করা হয়। নাম বদল করে ফাতিমা হয়ে যাওয়া শালিনীকে তারপরে ইসলামিক স্টেটে পাচার করা হয়। শেষে ওই ছাত্রীটি ধরা পড়ে এবং সেখানেই জেরার মুখে সে জানায়, কেন তথাকথিত ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

যারা ছবিটি মুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদ করছেন, তারা বলছেন, এটাই মূল বিতর্কের জায়গা।

মঙ্গলবার আমরা মাদ্রাজ হাইকোর্টে যে জনস্বার্থ মামলা করেছি সাংবাদিক সিএইচ অরভিন্দাকশানের তরফে, সেখানে আমরা জোর দিয়েছি যে ৩২ হাজার নারী যে সংখ্যাটা বলা হচ্ছে, সেটা তো বিপুল! এত নারীকে কেরালা থেকে তথাকথিত লাভ জিহাদের মাধ্যমে ধর্মান্তরণ করা হল, তাদের ইসলামিক স্টেটে নিয়ে যাওয়া হল? দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে তো এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

এই সিনেমাটা সত্য কাহিনী বলে যা প্রচার করছে, তার ফলে আবার বিশ্বের কাছেও তো ভারতের বদনাম হবে। সবাই তো ভাববে যে সত্যিই ভারত থেকে হাজার হাজার সন্ত্রাসবাদী নারী অন্য দেশে পাঠানো হচ্ছে।

মি. অরভিন্দাকশানের আইনজীবী আলিম আলবুহারি বলেন, তার মক্কেল নভেম্বর মাস থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ¯ সবার কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু কেউ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমন প্রেক্ষাপটে সিনেমাটি মুক্তি পেতে চলেছে।

এই সিনেমা যাতে মুক্তি দেওয়া না হয়, সেজন্য মঙ্গলবার হাইকোর্টের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানান আইনজীবী আলিম আলবুহারি।

সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের পর তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে পরিচালক সুদীপ্ত সেন একটি টুইট করেছেন।

তিনি লিখেছেন, প্রিয় কেরালা, তোমরা সাক্ষরতায় প্রথম। শিক্ষা তো আমাদের শিখিয়েছে ধৈর্যশীল হতে। দয়া করে দ্য কেরালা স্টোরি দেখুন। মতামত তৈরি করার তাড়া কিসের? দেখুন ওটা ¯ যদি আপনাদের খারাপ লাগে, বিতর্ক করব। আমরা কেরালায় সাত বছর ধরে কাজ করেছি এই ফিল্মটির জন্য। আমরা আপনাদেরই অংশ। আমরা সবাই মিলেই ভারতীয়। ভালবাসা, লিখেছেন মি. সেন।

ওদিকে আইনজীবী আলিম আলবুহারি বলেন, সিনেমার পরিচালক সুদীপ্ত সেন একটা ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ৩২ হাজার নারীর এই সংখ্যাটা তিনি পেয়েছেন কেরালার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উমেন চান্ডির বিধানসভায় পেশ করা এক তথ্য থেকে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, প্রতি বছর কেরালায় ২৮০০ থকে ৩২০০ নারী ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন। তাই দশ বছরে সংখ্যাটা ৩২ হাজার হবে, এমনটাই হিসাব দিয়েছিলেন সিনেমাটির পরিচালক।

উমেন চান্ডি হিসাব দিয়েছিলেন ধর্মান্তরিত নারীদের, তিনি তো আর বলেন নি যে ধর্মান্তরিত সব নারী মৌলবাদী হয়ে গিয়ে ইসলামিক স্টেটে চলে যাচ্ছেন। তাই সুদীপ্ত সেন যেটাকে সত্য কাহিনী বলে বর্ণনা করছেন, তার কোনও ভিত্তিই নেই, বলেন মি. আলবুহারি।

আলিম আলবুহারি বলেন, ২০১৭ সালে লোকসভায় এক সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডি বলেছিলেন, জাতীয় সন্ত্রাস দমন এজেন্সি এবং রাজ্যস্তরের এজেন্সিগুলি ইসলামিক স্টেট সদস্য বা তাদের মদতদাতা হিসাবে ১০৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই তথ্যে মন্ত্রী রাজ্যওয়ারি হিসাবও দিয়েছিলেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে কেরালা থেকে মাত্র ১৪ জনের বিরুদ্ধে ওই মামলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মি. ।

সুদীপ্ত সেনের ওই সাক্ষাতকার প্রচারিত হওয়ার পরে ভারতের ভুয়া খবর চিহ্নিত করার পোর্টাল 'অল্ট নিউজ' খুঁজে বের করেছিল যে কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ২০১২ সালে বিধানসভায় বলেছিলেন যে ২০০৬ সাল থেকে ২৬৬৭ জন নারী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

তবে কেরালা পুলিশের এক কর্মকর্তা বিবিসিকে গতবছর জানিয়েছিলেন, তাদের হিসাবে ১০ থেকে ১৫ জন নারী ২০১৬ সাল থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে তথাকথিত ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছিলেন।

আফগানিস্তানে তালিবান ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পরে ভারতীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন যে সেখানকার জেলে চারজন কেরালার নারী বন্দী আছেন, যারা ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছিলেন আগে।

মি. অরভিন্দাকশানের আইনজীবী বলছেন, যদি এই সিনেমায় কাল্পনিক গল্প কথাটি উল্লেখ করা হতো, তাও মানা যেত। কিন্তু এখানে তো সত্য ঘটনা, যা এতদিন অজানা ছিল, ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। এই সিনেমাটিকে কী করে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিল?

সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য মঙ্গলবারই এই সিনেমাটির মুক্তি পাওয়ার ওপরে স্থগিতাদেশ চেয়ে দায়ের করা একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছে। আবার জামিয়াত উলেমা এ হিন্দও মামলা করেছে একই আর্জি জানিয়ে।

সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে মামলা হলেও কেরালার ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করার পথে হাঁটতে চাইছে না। তারা রাজনৈতিকভাবে এর বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে চায়।

মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই ভিজয়ন ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, আপোষহীনভাবে ধর্মনিরপেক্ষ কেরালাকে সন্ত্রাসীদের মুক্তাঞ্চল বলে সঙ্ঘ পরিবার যে প্রচার চালায়, সিনেমাটির ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছে ওই একই প্রচার সেখানেও করা হচ্ছে।

কংগ্রেস নেতা শশী থারুরও সিনেমাটি নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে। তিনি একটি টুইটে লিখেছেন, এটা 'তোমাদের' কেরালা স্টোরি হতে পারে, এটা 'আমাদের'কেরালার কাহিনী নয়।

পরে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলেই তাকে কেউ অপব্যবহার করতে পারে না। তবে কেরালার বাসিন্দাদের অধিকার রয়েছে জোরগলায় বলার যে এটা বাস্তবের ভুল উপস্থাপনা।

বামফ্রন্টের বড় শরিক দল সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী এম এ বেবি বলেন, সিনেমার মাধ্যমে অসত্য কথা দেশজুড়ে প্রচার করার যে পরিকল্পনা আরএসএস নিয়েছে, তারই অংশ ছিল কাশ্মীর ফাইলস। এখন আবারও কেরালা স্টোরি আনা হচ্ছে।

হিটলারের সময়ে গোয়েবলস যা বলেছিলেন, একটা মিথ্যা কথা শতবার বললে মানুষ সেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, এখানেও সেটাই করা হচ্ছে, বলেন মি. বেবি।

তার মতে, কেরালায় এক দুটো ঘটনা হয়েছে যেখানে ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনে যুক্ত হয়েছে কেউ কেউ। পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার মতো কিছু মৌলবাদী সংগঠনও যে কাজ করছে না তা নয়। কিন্তু যে প্রচার চালানো হচ্ছে যে কেরালা ইসলামি সন্ত্রাসবাদের নিয়োগ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তা সম্পূর্ণভাবে অসত্য প্রচার।

তবে তারা সিনেমাটি নিষিদ্ধ করে দিতে চান না, তার দল চায় হিন্দুত্ববাদীদের অসত্য প্রচারের বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট করতে, জানাচ্ছিলেন এম এ বেবি।

বিজেপির কেরালা রাজ্য সভাপতি কে সুরেন্দ্রান বলছিলেন, এটা তো বামফ্রন্ট এবং সিপিআইএমের দ্বিচারিতা। তারাই তো মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে গলা ফাটায়। তা এখানে একজন একটা সিনেমা বানিয়েছেন, তিনি তার ভাষ্যটা প্রকাশ করেছেন।

সিনেমায় যে সংখ্যাটার উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, যে সেটা ৩২ হাজার না ২০ হাজার না দশ হাজার। কিন্তু আই এস যে কেরালা থেকে লাভ জিহাদের মাধ্যমে কয়েক হাজার নারী পুরুষকে ধর্মান্তরিত করে সিরিয়া বা আফগানিস্তানে নিয়ে গেছে সেটা তো সত্যি। বলছিলেন মি. সুরেন্দ্রান।

ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড 'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবিটিকে মুক্তি দেবার আগে ১০টি দৃশ্য বাদ দিতে বলেছিল। তারপরেই ছবিটি চূড়ান্ত ছাড়পত্র পায়।

সৌদি আরব থেকে জাহাজের অপেক্ষায় সুদানে কয়েকশ বাংলাদেশি দিন গুণছে

রিয়াদ ঃ সুদান থেকে নৌপথে ৩০শে এপ্রিল জেদ্দায় এসেছে বিদেশিদের একটি দল।

সুদানে যুদ্ধাবস্থার কারণে সেখান থেকে বাংলাদেশে ফেরার জন্য ছয়শ'র বেশি বাংলাদেশি অপেক্ষা করছেন। সুদানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ জানিয়েছেন পোর্ট অব সুদানের একটি ক্যাম্পে বাংলাদেশিরা জড়ো হয়েছেন। সুদানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার জন্য এখন সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ চলছে বলে জানান রাষ্ট্রদূত। রাষ্ট্রদূত মি. আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশিদের প্রথমে সৌদি আরবের জেদ্দায় আনার চেষ্টা চলছে। এখন বিষয়টি নির্ভর করছে

সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জাহাজ পাওয়ার উপর। সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জাহাজ পেলে সমুদ্রপথে বাংলাদেশিদের জেদ্দায় আনা হবে।

যদি ৪ তারিখেও তারা জেদ্দা পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তাহলে ৫ তারিখ রাতের ফ্লাইট তারা ধরতে পারবে বলে আশা করছি। তবে পুরো বিষয়টি একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতিটি ধাপের কাজ সঠিকভাবে শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ, বলছিলেন রাষ্ট্রদূত।

ধারণা করা হচ্ছে, সুদানে প্রায় দেড় হাজার বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। তবে প্রকৃত সংখ্যাটি বাংলাদেশ দূতাবাসও জানেনা। সেখানে যুদ্ধ শুরুর পর দেশে ফিরতে আগ্রহী বাংলাদেশিদের দূতাবাসের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত সাতশ বাংলাদেশি রিপোর্ট করেছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আগ্রহী বাংলাদেশিদের সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় কয়েকটি বাসে করে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল থেকে পোর্ট অব সুদানে আনা শুরু হয়। প্রায় এগারো ঘণ্টার বাস ভ্রমণ করে খার্তুম থেকে পোর্ট অব সুদানে এসেছেন বেশ কিছু বাংলাদেশি। খার্তুম থেকে এ বন্দরটির দূরত্ব আটশ কিলোমিটারেরও বেশি।

ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেই জানিয়েছিলো যে সুদানে আটকে পড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের সমুদ্রপথে জেদ্দা নেয়ার পর সেখান থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে করে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সৌদি আরবে বাংলাদেশে দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, সৌদি কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় জেদ্দা পর্যন্ত আসার পর তাদের দেশে পাঠানোর দায়িত্ব বাংলাদেশ দূতাবাসের।

সুদানে বাংলাদেশ দূতাবাসকে এ বিষয়ে সহায়তার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, ইতোমধ্যেই জেদ্দায় একটি স্কুলকে প্রস্তুত করা হয়েছে সুদান থেকে আসা বাংলাদেশিদের রাখার জন্য।

সেখানে খাদ্য ও ঔষধসহ দরকারি সামগ্রীসহ সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকেই দ্রুত বিমানের ফ্লাইটে তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

সুদানের সামরিক নেতৃত্বের দুই অংশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তুমুল সহিংসতা শুরু হয়।

খার্তুম শহরে বোমা বিস্ফোরণ, গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ আগেই তাদের কূটনীতিক ও নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয়।

সুদানে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে জেনারেলদের একটি কাউন্সিল দেশটি পরিচালনা করছে। এই কাউন্সিলের শীর্ষ দুই সামরিক নেতাকে ঘিরেই এই লড়াই।

এরা হলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান এবং দেশটির উপনেতা ও আরএসএফ কমান্ডার জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো।

এই দুই জেনারেল দেশটি পরিচালনা করে আসছিলেন। আগামীতে দেশটি কিভাবে পরিচালিত হবে এবং দেশটির বেসামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবনা নিয়ে এই দুই নেতার মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়।

প্রায় এক লাখ সদস্যের র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার পরিকল্পনা এবং তার পরে নতুন এই বাহিনীর নেতৃত্বে কে থাকবে তা নিয়েই মূলত এই বিরোধ। নতুন বাহিনীতে কে কার অধীনে কাজ করবেন তা নিয়ে বিরোধের জের ধরেই এই সম্প্রতি দেশটিতে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন স্থানে আরএসএফ বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়।

এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি সুদানি সেনাবাহিনী। তারা এটিকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে মনে করে। তার জের ধরেই লড়াই শুরু হয়, যা এখনো চলছে।